দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

২৪তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট ২০১৭

২৪তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট
২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, দ্বি-মাসিক সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

■ সম্পাদকীয় ০২
■ কুরআনের আলো ০৪
■ হাদীছের আলো ০৫
■ প্রবন্ধ ০৬
■ হাদীছের গল্প ২২
■ এসো দো'আ শিখি ২৫
■ গল্পে জাগে প্রতিভা ২৭
■ কবিতাগুচ্ছ ২৯
■ একটুখানি হাসি ৩১
■ আমার দেশ ৩২
■ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩৩
■ রহস্যময় পৃথিবী ৩৫
■ সাহিত্যাঙ্গন ৩৭
■ দেশ পরিচিতি ৩৮
■ যেলা পরিচিতি ৩৮
■ আন্তর্জাতিক পাতা ৩৯
■ প্রাথমিক চিকিৎসা ৪১
■ সংগঠন পরিক্রমা ৪২
■ ভাষা শিক্ষা ৪৫
■ কুইজ ৪৫
■ সোনামণিদের রোগ ও চিকিৎসা ৪৬

সম্পাদকীয়

অল্পে তুষ্ট থাকা

মহান আল্লাহ আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর একক সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি সবকিছু পরিমিত সৃষ্টি করেছেন *(আ'লা ৮৭/৩)*। তিনি যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে পরিমাণ মত সে কাজের যোগ্যতা দান করেছেন ও সেই কাজের জন্য পথ প্রদর্শন করেছেন *(তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ২৩৭ পৃ.)*। প্রত্যেক মুমিনের উচিত আল্লাহ প্রদত্ত এই বিধানকে মেনে নেওয়া ও তাতে তুষ্ট থাকা। তাহ'লে আল্লাহ পাকের রহমত সে আরো বেশী পাবে। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে জেনে রেখ আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৩৮)*।

প্রিয় সোনামণি! তোমরা যদি আল্লাহ প্রদত্ত হালাল রূযী, বিদ্যা, যোগ্যতা ও সম্মানে তুষ্ট থাক এবং সন্তোষ প্রকাশ কর, তাহ'লে দুনিয়াবী ধন-সম্পদ ও পদ মর্যাদার লোভ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সফলকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি, যাকে ইসলামের দিকে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন মত রিযিক দান করা হয়েছে এবং তাতেই সে পরিতুষ্ট থেকেছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪১৩৮)*।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সোনামণিদেরকে আদর করে কোলে, কাঁধে ও কখনো নিজ বাহনে তুলে নিতেন। অতঃপর তিনি তাদের আক্বীদা সংশোধন করতেন এবং তাক্বদীরের উপর দৃঢ় থাকতে উপদেশ প্রদান করতেন। যেমন একদিন তিনি তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে বলেন, 'হে বৎস! তুমি আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে চল, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহ্র বিধানকে হেফাযত কর, তাহ'লে তাঁকে তুমি তোমার সম্মুখে পাবে। আর যখন তুমি চাইবে তখন আল্লাহ্র কাছে চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহ্র নিকটেই সাহায্য চাইবে।

জেনে রেখ! যদি সমস্ত উম্মত একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তাহ'লে তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না আল্লাহ্র নির্ধারিত

পরিমাণ ব্যতীত। আর যদি তারা সকলে একত্রিত হয়ে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহ'লেও তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ্র নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত। (তোমার ভাগ্যের সবকিছু লেখার পর) কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং দফতর সমূহ শুকিয়ে গেছে' *(তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২)*।

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত রিযিক আসতে দেরী হ'লে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করে হালাল পথে তা উপার্জনের চেষ্টা করো। কখনো হারাম পথে তা উপার্জনে লিপ্ত হয়ো না। সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীগুলি স্মরণে রাখো-

১. 'কোন ব্যক্তি তার রূযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। আর জীবিকা আসতে দেরী দেখে আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে তোমরা তা অন্বেষণ করো না। কেননা আল্লাহ্র নিকটে যা আছে, তা তাঁর আনুগত্য ভিন্ন পাওয়া যায় না' *(বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহাহ হা/২৮৬৬)*।

২. 'তোমরা যদি আল্লাহ্র উপর ভরসা করার মত ভরসা করতে, তাহ'লে তিনি পক্ষীকুলকে যেমন ভাবে রিযিক দান করেন, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দান করতেন। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় সকাল করে এবং পেট পূর্ণ অবস্থায় সন্ধ্যায় ফেরে' *(তিরমিযী হা/২৩৪৫; মিশকাত হা/৫২৯৯; ছহীহাহ হা/৩১০)*।

৩. 'তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের দিকে তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকাবে না, যে তোমাদের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের। যদি এই নীতি অবলম্বন কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে যে নে'মত দান করেছেন তাকে তুমি ক্ষুদ্র মনে করবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪২)*।

মনে রাখবে, জগৎসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা একমাত্র মহান আল্লাহ। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত ও প্রতিটি কর্মের হিসাব তাঁর নিকট একদিন দিতেই হবে। তোমরা নিম্ন অবস্থানের মানুষের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে দেখলে নিজের অবস্থানের জন্য সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। আর উপরের দিকে তাকালে অল্পে তুষ্ট থাকতে পারবে না। তখন নিজেকে হতভাগ্য মনে করবে এবং মনের অজান্তেই আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞ বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অতএব আমরা সকলে অল্পে তুষ্ট থেকে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ ও খাঁটি বান্দা হব, এটাই হোক আল্লাহ্র নিকট আমাদের একান্ত কামনা।

কুরআনের আলো

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ

১. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ○وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-

১. '(আল্লাহ বলেন,) আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই। আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব' *(লোকমান ৩১/১৪-১৫)*।

২. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا○ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا-

২. 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল' *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৫)*।

হাদীছের আলো

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ-

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার নিকট সেবা পাওয়ার সর্বাধিক হক্বদার কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা' *(বুখারী হা/৫৯৭১; মিশকাত হা/৪৯১১)*।

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ-

২. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক (একথা তিনি তিন বার বললেন)। বলা হ'ল, সে ব্যক্তি কে হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল (অথচ তাদের সেবা করে) জন্নাতে প্রবেশ করতে পারল না' *(মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/ ৪৯১২)*।

٣. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا-

৩. মু'আবিয়া ইবনু জাহিমা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'একদা আমার পিতা জাহিমা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি জিহাদে যেতে ইচ্ছুক। আমি আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা আছেন কি? তিনি বললেন হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাঁর সেবা কর, তাঁর পায়ের নিকট জান্নাত রয়েছে' *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৯৩৯)*।

٤. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ نَعَمْ صِلِيهَا-

৪. আবু বকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মুশরিক মা ইসলামের ব্যাপারে অনাগ্রহী, তিনি আমার নিকটে আসেন আমি তার সাথে কি সদ্ব্যবহার করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ তার সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯১৩)*।

প্রবন্ধ

শিশু ও নারী নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

(২য় কিস্তি)

কারণ সমূহ :

১. ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা :

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার ধর্ম। হত্যা, লুণ্ঠন, মারামারি ও বছরের পর বছর যুদ্ধে লিপ্ত জাহেলী সমাজে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ইমলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শিশু ও নারীদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। কেননা ইসলামের অনুসারী ব্যক্তির নাম মুসলিম। যার যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে অপর ব্যক্তি নিরাপদ থাকে সেই মুসলমান। যেমন হাদীছে এসেছে عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলমান তিনি যার যবান ও হাত হ'তে অন্য মুসলামান নিরাপদে থাকে *(বুখারী হা/১০; মিশকাত হা/৬)*।

প্রতিটি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তথা মুসলামানদের আক্বীদা-বিশ্বস ও সংস্কৃতির বিরোধী। আমাদের সরকার যেমন শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাস থেকে ইসলামী শিক্ষাকে সংকুচিত করছে, তেমনি অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা থেকে সরিয়ে ভিন্ন পথে পরিচালিত করছে। ফলে ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা জনগণকে নিয়ে যাচ্ছে অধঃপতনের অতল তলে। তাইতো Stanley Hull বলেন, If you teach your children three Rs (Reading, writing and Arithmetics) and leave the fourth R Religion you will get the fiveth R Rascality. 'যদি আপনি আপনার সন্তানকে তিনটি 'R' শিক্ষা দেন (পড়া, লেখা ও অঙ্ক) এবং চতুর্থ 'R' টি বাদ দেন (ধর্ম) তাহলে পাবেন পঞ্চম 'R' (বদমাশ)।

২. আল্লাহহীন শাসন ব্যবস্থা এবং মনগড়া বিচার ব্যবস্থা :

এদেশের শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নীতির কোন তোয়াক্কা নেই। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَايْمُ اللهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا 'তোমাদের পূর্বের জাতি সমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে,

যখন তাদের কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে বিনা সাজায় ছেড়ে দিত। আর কোন গরীব লোক চুরি করলে, তার হাত কেটে দিত। আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা চুরি করত তাহ'লে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম' *(বুখারী হা/ ৩৪৭৫)*।

এদেশে আল্লাহহীন শাসন ব্যবস্থার সাথে চলছে মনগড়া বিচার ব্যবস্থা। ফলে প্রকৃত অপরাধীদের বিচার হচ্ছেনা। বরং তারা আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শাস্তি না পাওয়ার কারণে পুনরায় তারা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

৩. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন :

রাজনীতির নামে বর্তমানে চলছে দলবাজি। দলীয় কেউ অপরাধ করলে তার সুষ্ঠু বিচার হয় না। এমনকি দলের ভয়ে কেউ কেউ বিচার প্রার্থী হ'তে পর্যন্ত সাহস পায় না। কারণ রক্ষকরাই ভক্ষক। দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন প্রথার কারণে রাজনীতির ক্ষেত্রে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব পিছিয়ে পড়েছে। যারা জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরা ও গোপনে তাদেরকে পকেট ভরাতে পসন্দ করেন না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কারণ যদি চাওয়ার মাধ্যমে তোমাকে তা দেওয়া হয়, তাহ'লে তুমি তাতেই সমর্পিত হবে। আর যদি না চাইতে দেওয়া হয়, তাহ'লে তুমি সাহায্য প্রাপ্ত হবে' *(বুখারী হা/৬৬২২; মিশকাত হা/৩৪১২)*। তাই রাজনীতিতে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের প্রধান্যের কারণে শিশু ও নারী নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।

৪. বিচার ব্যবস্থার ধীর গতি :

বিচার ব্যবস্থার ধীর গতি শিশু ও নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। কেননা অপরাধীদের দ্রুত বিচার হ'লে তা দেখে অন্যরা ভয়ে ভীত হয়ে অপরাধ থেকে পিছিয়ে যাবে এবং বিচার প্রার্থীরা অন্তরে প্রশান্তি পাবে। কিন্তু বিচার ব্যবস্থার ধীর গতি ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রকারান্তরে বিচারহীনতায় পর্যবসিত হচ্ছে। Glad Stone বলেন, 'Justice delayed Justice denied' 'বিলম্ব বিচার অবিচারের নামান্তর'।

৫. সামাজিক অস্থিরতা :

বর্তমানে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা, পরস্পর বিদ্বেষ, হিংসাত্মক মনোভাব এবং উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শক্তি ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে দুর্বৃত্তপরায়ণ লোকদের প্রাধান্য থাকায় এ ধরণের নৃশংস ও অমানবিক ঘটনাগুলি প্রতিনিয়ত ঘটছে।

৬. ন্যায় বিচারহীনতা :

ন্যায়বিচার আজকাল যেন থুবড়ে পড়েছে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ 'তোমরা যখন কোন কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে, নিজ আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে হ'লেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর'।

৭. শিশু ও নারীর মর্যাদা না বুঝা :

শিশুরা দুনিয়াবী জীবনের সৌন্দর্য এবং পরকালে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا। 'ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি পার্থিব জীবনে সৌন্দর্য' *(কাহফ ১৮/৪৬)*। রাসূল (ছাঃ) শিশুদের দেখলে আদর করতেন, কোলে, কাঁধে ও বাহনে তুলে নিতেন। *(তিরমিযী হা/২৫১৬)*। নারীদের ব্যাপারে তিনি বলেন, الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ 'সমগ্র দুনিয়াই সম্পদ। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল সতী নারী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩)*। তাদের এতবড় মর্যাদা সমাজ না বুঝার কারণেই তাদের প্রতি নির্যাতন হয়।

৮. সহশিক্ষা :

একই সাথে পাশাপাশি বসে শিশু-কিশোর ও যুবক-যুবতীরা লেখাপড়া করলে তাদের চরিত্র অধঃপতনের দিকে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা নারী ও পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা আলাদা আকৃতি ও গুণ-বৈশিষ্ট্যে সুষমামণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা কারণেই কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন অন্যায় কর্মে অবাধে লিপ্ত হয়ে পড়ছে এবং পরিণামে সমাজে হত্যা, গুম ও নির্যাতন প্রবল আকার ধারণ করছে।

৯. নারীদের একাকী পথ চলা :

নারীদের মাহরাম (অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ) ছাড়া একাকী পথ চলা ইসলামী শরা'আতে নিষিদ্ধ। এমনকি ধন-সম্পদ থাকার কারণে তাদের উপর হজ্জ ফরয হলেও তারা মাহরাম ছাড়া একাকী হজ্জে যেতে পারবে না। তাই তারা যখন নিজেকে স্বাধীন ভেবে একাকী পথ চলবে, তখন তারা বিভিন্ন নির্যাতনের স্বীকার হবে এটাই স্বাভাবিক।

১০. একই কর্মস্থলে চাকুরী করা :

নারী ও পুরুষ যখন একই কর্মস্থলে চাকুরী করবে, পাশাপাশি বসে দীর্ঘক্ষণ গল্প-গুজব করবে, তখন তাদের অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কেননা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। একই কর্মস্থলে চাকুরী করার কারণে বর্তমানে অনেক নারী অবর্ণনীয় নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। তাদের কেউ কেউ সেটা প্রকাশ করলেও অনেকেই তা লজ্জা, ভয় ও মান-সম্মানের কারণে প্রকাশ করে না।

১১. একাকী পুরুষ শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ানো : বর্তমানে শিশু ও নারী নিযার্তন ও ধর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল মেয়েদের একাকী পুরুষ

শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ানো । কারণ কোন নারী ও পুরুষ যখন নির্জনে মিলিত হয় তখন তাদের সাথে আরেকজন মিলিত হয় যার নাম শয়তান। ফলে শয়তান তাদেরকে অপকর্মে লিপ্ত হ'তে প্ররোচিত করে। যেমন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثالثهما الشَّيْطَان 'নিশ্চয় কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ'লে তৃতীয় জন হবে শয়তান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৮)*।

১২. মদ, জুয়া ও যাবতীয় নেশাকর দ্রব্যের ছড়াছড়ি :

ধূমপান, মদ, জুয়া ও যাবতীয় নেশাকর দ্রব্য ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। পরিবার ও সমাজে এগুলির ছড়াছড়ি যাবতীয় পাপ ও অন্যায় কর্মের মূল। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের নাপাক কর্ম বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলি থেকে বিরত হও। তাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত হ'তে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করতে। অতএব তোমরা নিবৃত্ত হবে কি? *(মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)*।

বর্তমান বিশ্বে তামাকজাত দ্রব্য ও মাদক দ্রব্য পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এগুলি শিশু-কিশোর এবং তরুণ-তরুণীদের জীবন ও পরিবার ধ্বংস করে দিচ্ছে। *(মাসিত আত-তাহরীক ১৫/১২ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ.৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি মদ পান করো না। কেননা মদ সকল অনিষ্টের মূল' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৮০)*।

১৩. পর্দাহীন ও অর্ধনগ্ন পোশাক পরিধান :

পর্দাহীনভাবে অবাধে চলাফেরা করা ও অর্ধনগ্ন পোশাক পরিধান নারীদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে তারা ইভটিজিং, ধর্ষণ ও খুনের স্বীকার হচ্ছে। এসব নারীদের রাসূল (ছাঃ) জাহান্নামী বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী... নগ্ন পোশাক পরিধানকারী নারী যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা বাঁকা উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর থেকে পাওয়া যায়। *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*।

১৪. যৌতুকের লোভ :

সমাজের এক শ্রেণীর অসৎ ও লোভী মানুষ যৌতুকের জন্য নারীকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে যা নিতান্তই গর্হিত কাজ। এটি তাদের পবিত্র কুরআনে ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞানের অভাব এবং তাক্বদীরে বিশ্বাসের অভাবের ফল।

১৫. কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কুধারণা :

জাহেলী যুগের ন্যায় অনেকে কন্যা সন্তানকে দুঃখ ও কষ্টের কারণ মনে করে। বেশী কন্যা সন্তান জন্মের কারণে অনেকে স্ত্রীকে তালাক পর্যন্ত দেয়। যা নিতান্তই ভুল। কারণ মানুষকে কন্যা বা পুত্র সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ। আর এটি পিতার কারণেই হয়ে থাকে। ইসলাম নারীদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেছে। কন্যা সন্তানদের লালন পালন জান্নাতের মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করে নারীর মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে ইসলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে কোন মুসলমান ব্যক্তির দু'জন কন্যা হবে, সে তাদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যতদিন তারা তার কাছে থাকবে, তাহ'লে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭০)*। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তানের লালন পালন করবে সে ক্বিয়ামতের দিন আমার সাথে এভাবে আসবে। এ বলে তিনি নিজের অঙ্গুলি সমূহ একত্রিত করে দেখালেন। *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫০)*। তিনজন কন্যার লালান পালন জাহান্নামের পর্দা হবে। *(ইবনু মাজাহ হা/ ৩৬৬৯; ছহীহাহ হা/২৯৪)*।

[চলবে]

অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী

রবীউল ইসলাম
৪র্থ বর্ষ, রষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী কলেজ।

ভূমিকা :

মানুষ সামাজিক জীব। তাই মানুষকে সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। এ রীতিনীতির ব্যত্যয় ঘটালে তাকে শাস্তি পেতে হয়। সঠিক বিচার ফায়ছালার জন্য গ্রাম্য আদালত থেকে শুরু করে উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। তথাপি সাক্ষীর ভিন্নতায় বিচারক সঠিক বিচার ফায়ছালা করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিচারের মাঠে আমাদেরকে কিভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন, তা কি আমাদের জানা আছে? আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং আমরা যে স্থান থেকে কথা বলি, তাই আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। এ সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে আলোচনা করা হ'ল-

১. কথা ও কর্ম লেখা হচ্ছে :

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলার শক্তি দান করেছেন। *(রহমান ৫৫/৪)*। তাই আমরা আল্লাহ্র দেয়া মুখ দিয়ে ইচ্ছা মত কথা বলি। কিন্তু আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্ম লেখা হচ্ছে তা কি কখনো ভাবি? অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ، كِرَاماً كَاتِبِيْنَ، يَعْلَمُوْنَ مَا

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ○ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ○ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ○ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ○ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ○ وَيَصْلَى سَعِيرًا ○ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا 'অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সহজেই তার হিসাব-নিকাশ হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবারের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। পক্ষান্তরে যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন থেকে দেওয়া হবে, সে তার ধ্বংসকে আহ্বান করবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে' *(ইনশিক্বাক ৮৪/১০-১৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ○ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ○ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ○ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ○ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ○ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ○ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ○ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ○ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ○ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ○ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ○ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ○ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ○ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ 'অতঃপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া

تَفْعَلُوْنَ 'অথচ তোমাদের উপরে অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে' 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ'। 'তারা জানেন তোমরা যা কর' *(ইনফিত্বার ৮২/১০-১২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ○ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ- 'যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল লিপিবদ্ধ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই লিপিবদ্ধ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৭-১৮)*। এখানে কথা দ্বারা কথা ও কাজ দু'টিই বুঝানো হয়েছে। অতএব এটাই ঠিক যে, ফেরেশতাগণ সর্বাবস্থায় থাকেন এবং বৈধ-অবৈধ কর্মগুলি লিপিবদ্ধ করেন। *(তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ১৫৩ পৃ.)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে পরপর আগত পাহারাদার ফেরেশতাগণ রয়েছে। যারা তাকে হেফাযত করেন আল্লাহ্র হুকুমে' *(রা'দ ১৩/১১)*।

২. আমলনামা প্রদান করা হবে :

আল্লাহ্র সাথে বান্দার মুলাক্বাত দু'ভাবে হবে। কেউ আল্লাহ্র নিকট থেকে ডানহাতে আমলনামা পাবে। কেউ পাবে পিছন দিক থেকে বাম হাতে। আল্লাহ

হবে, সে বলবে, নাও আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হ'তে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে। সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে। যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেয়া হ'ত। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি শেষ হ'ত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও ধ্বংস হয়ে গেল। ফেরেশতাদেরকে বলা হবে ধর একে, গলায় ফাঁস পরিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাকে শৃংখলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে' *(হাক্কহ ৬৯/১৯-৩৩)*। অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا 'অতঃপর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না' *(কাহফ ১৮/৪৯)*।

৩. নেকী এবং গোনাহ ওযন করা হবে :

প্রত্যেক আমল ওযন করা হবে। কিভাবে হবে, সেটি গায়েবী বিষয়। যা মানুষের বোধগম্য নয়। কেননা এবিষয়ে কুরআন বা হাদীছে কিছু বলা হয়নি। আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ○ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ○ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ○ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ 'অতঃপর যার ওযনের পাল্লা ভারি হবে, সে (জান্নাতে) সুখী জীবন-যাপন করবে। আর যার ওযনের পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে 'হাভিয়াহ' *(ক্বারে'আহ ১০১/৬-৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ○ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ 'অতঃপর যাদের (সৎ কর্মের) পাল্লা ভারী হবে, তারা সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা হ'ল তারাই, যারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরা করেছে। তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আগুন

তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে' *(মুমিনূন ২৩/১০২-৪)*। উল্লেখ্য, যাদের নেকী ও বদীর ওযন সমান সমান হবে, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে আ'রাফ নামক স্থানে বন্দী থাকবে' *(আ'রাফ ৭/৪৬-৪৮)*।

৪. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে :

আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র দেয়া বিশেষ নে'মত। এ নে'মতকে আল্লাহ্র দেয়া বিধান মোতাবেক পরিচালিত না করলে অবশ্যই তা বিচারের মাঠে আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'আজ আমরা তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দেব এবং আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত ও সাক্ষ্য দেবে তাদের পা, (দুনিয়াতে) যা তারা উপার্জন করেছিল সে বিষয়ে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ 'যেদিন তাদের কৃতকর্ম বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের যবান এবং তাদের হাত ও পা। সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে দিয়ে দিবেন এবং তারা জানবে যে, তিনিই সত্য এবং তিনিই (ভাল-মন্দ) স্পষ্টকারী' *(নূর ২৪/২৪-২৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ 'যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদের জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন দলে'। 'অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে'। 'জাহান্নামীরা তখন তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন'। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং

তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না এ ধরণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কোন কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না' *(ফুছছিলাত ৪১/১৯-২২)*।

৫. যমীন কথা বলবে :

যমীন কথা বলবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ দুনিয়াতে আল্লাহ যেভাবে মানুষকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, বিচারের মাঠে মানুষকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য যমীনকে কথা বলার ক্ষমতা দিবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا 'সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে' *(যিলযাল ৯৯/৪)*। কুরতুবী ও ইবনু কাছীর বলেন, এর অর্থ হ'ল أى تخبر الأرض يومئذ بما عمل عليها من خير أو شر- 'পৃথিবী সেদিন তার উপরে যে সব ভাল ও মন্দ কর্ম সংঘটিত হয়েছে, সব বলে দেবে' *(বুখারী হা/৬০৯; মিশকাত হা/৬৫৬, ৬৬৭)*। আর এটা হবে আল্লাহ্র ন্যায়বিচারের প্রমাণ হিসাবে এবং পাপীদের অস্বীকারের জওয়াব হিসাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ- 'স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমরা সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা আমার সাথে অন্যকে শরীক করেছিল তাদেরকে আমরা বলব, কোথায় তোমাদের শরীকগণ যাদেরকে তোমরা উপাস্য বলে ধারণা করতে'? 'তখন তাদের শিরকের ফল এছাড়া আর কিছুই হবে না যে তারা বলবে, আল্লাহ্র কসম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুশরিক ছিলাম না' *(আন'আম ৬/২২-২৩; মুমিন ৪০/৭৪)*। তবে পৃথিবী সাক্ষ্য দেওয়ার ফলে তাদের আর কিছুই বলার থাকবে না। কারণ এ নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হবে। আল্লাহ বলেন, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا 'কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন' *(যিলযাল ৯৯/৪)*।

৬. মানুষকে তার কৃতকর্ম দেখানো হবে :

মানুষ যাতে তার কৃতকর্মকে কোন ভাবে অস্বীকার করতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তা দেখার ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ○ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ○ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 'সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে

দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৬)*। ذَرَّة অর্থ বিন্দু, সরিষাদানা, ছোট্ট পিঁপীলিকা *(তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৪১৭ পৃ.)*। এর দ্বারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছোট্ট বস্তুর উপমা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য যত ছোটই হৌক না কেন ক্বিয়ামতে বিচারের দিন তা দেখা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এক অণু পরিমাণ যুলুম করবেন না। যদি কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে, তবে তিনি তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেন এবং আল্লাহ তার পক্ষ হ'তে মহা পুরস্কার দান করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪০)*। সেদিন সব আমল ওযন করা হবে। যার ওযন ভারী হবে, সে জান্নাতী হবে। আর যার ওযন হালকা হবে, সে জাহান্নামী হবে' *(ক্বারে'আহ ১০১/৬-৯)*। ঐ ওযন কিভাবে করা হবে, সেটি গায়েবী বিষয়। যা কেবল আল্লাহ জানেন।

অর্থাৎ সৎ বা অসৎকর্ম, তা যত ছোটই হৌক না কেন, সবকিছু ঐদিন হিসাবে চলে আসবে এবং তার যথাযথ প্রতিদান ও প্রতিফল পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوْءٍ، 'সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে, চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও..., *(আলে ইমরান ৩/৩০)*। তবে যে ব্যক্তি অন্যায় কর্ম থেকে খালেছ অন্তরে তওবা করে, সে ব্যক্তির উক্ত মন্দকর্ম হিসাব থেকে বাদ যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকটে তওবা কর খালেছ তওবা। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়' *(তাহরীম ৬৬/৮)*। বিচারের দিন কিছু মুমিনের গোপন পাপ সম্পর্কে আল্লাহ একাকী তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন। তখন সে সব কথা স্বীকার করবে। যখন আল্লাহ দেখবেন যে, এতে সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তিনি তাকে বলবেন, إِنِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَإِنِّى أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ 'আমি এগুলি তোমার উপর দুনিয়ায় গোপন রেখেছিলাম। আর আজ আমি তোমার জন্য ঐগুলি ক্ষমা করে দিলাম' (বুখারী হা/২৪৪১; মুসলিম হা/২৭৬৮)।

৭. মানুষকে আমলনামা পড়তে বলা হবে :

সেদিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দিয়ে বলা হবে, اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا 'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট' *(ইসরা ১৭/১৪)*। অতএব মানুষের কর্তব্য

প্রতিদিন শুতে যাবার আগে নিজের কর্মের হিসাব নিজে নেওয়া। কেননা তার সব কর্মই লিখিত হচ্ছে।

উপসংহার :

অতএব হে সোনামণিরা, এসো! আমরা সাবধান হই। সেদিন আসার পূর্বে 'যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র' *(ইনফিত্বার ৮২/১৯)*। আল্লাহ্র দেয়া আমাদের এই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় পাপ কাজ হ'তে বিরত রাখি এবং প্রতিটি কথা ও কর্মের ব্যাপারে সচেতন হই। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন,

➲ **'কোন ব্যক্তি যখন স্বীয় কওমকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়াই সদুপদেশ দেয়, তখন তার থেকে মানুষের অন্তর সরে যায়, যেমনভাবে মসৃণ পাথরের ওপর থেকে পানি পড়ে যায়'** *(হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/১৪১)*।

➲ **'মুমিন কথা কম বলে, আমল বেশী করে। আর মুনাফিক কথা বেশী বলে, আমল কম করে'** *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৫৩)*।

শিশুর জন্ম পরবর্তী করণীয়

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩য় বর্ষ, দাওয়াহ এ্যাণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

(৩য় কিস্তি)

শিশু বয়সেই কালেমা শিখানো :

শিশু যখন কথা বলতে শেখে তখন তাকে সর্বপ্রথম কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ শিক্ষা দিতে হবে। যার প্রভাব তার সমগ্র জীবনে প্রতিফলিত হওয়ার আশা করা যায়। জীবনের শুরুতেই শিশুকে নিজ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পরিচয় জানিয়ে দিতে হবে যে, তিনি শরীকহীন, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি একক ও অদ্বিতীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে যে, তিনি নূরের তৈরী ছিলেন না; বরং তিনি মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন *(কাহফ ১৮/১১০)*। এভাবে শিশুকে ইসলামী শরী'আতের মৌলিক বিষয়গুলি পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রত্যেক পিতা-মাতা ও অভিভাবকের নৈতিক দায়িত্ব।

ঈমানের শিক্ষা :

ছাহাবীগণ শিশুর বুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে তাওহীদ শেখাতেন। ঈমানের শিক্ষাকে তারা ইলম ও আমলের শিক্ষার ন্যায় অগ্রধিকার দিতেন। কারণ ইলম ও আমলের আগেই ঈমান। জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ

نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا 'আমরা রাসূল (ছাঃ) এর সঙ্গে থাকতাম। তখন আমরা টগবগে যুবক ছিলাম। সে সময় আমরা ঈমান শিখি আমাদের কুরআন শিখার আগে। এরপর আমরা কুরআন শিখি। এতে করে আমাদের ঈমান বেড়ে যায় বহু গুণে' *(ইবনু মাজাহ হা/৬১)*।

তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া :

তাওহীদ অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহকে 'রব' হিসাবে, একক 'ইলাহ' হিসাবে, তাঁর অনন্য নাম ও গুণাবলী সহকারে (যা মাখলূকের নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে তাওহীদ বলে। এটি তিন প্রকার। যথা-

১. তাওহীদে রবূবিয়াত- সৃষ্টি ও পালনে আল্লাহ্র একত্ব।

২. তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত- নাম ও গুণাবলীর একত্ব।

৩. তাওহীদে ইবাদাত বা উলূহিয়াত- ইবাদত বা উপাসনায় একত্ব। *(আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ- ডক্টরেট থিসিস পৃ. ৯৭)*। তাওহীদ সম্পর্কিত উপরোক্ত বিষয়গুলি সোনামণিদেরকে ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া অভিভাকদের অপরিহার্য কর্তব্য। তা না হ'লে সোনামণির প্রকৃত জ্ঞানে অপূর্ণতা থেকে যাবে।

কুরআন শিক্ষা :

ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস আল-কুরআন। তাই এ মহাগ্রন্থ শিক্ষা করা ও দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। যেমন ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী হা/৫০২৭)*।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা :

প্রতিটি শিশুরই মৌলিক অধিকার রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হ'ল শিক্ষা। সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পিতা-মাতার। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা করতে হ'লে, শিক্ষা ছাড়া কোনই বিকল্প পথ নেই। কেননা 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন জিবরীল (আঃ) মারফত মহানবী (ছাঃ) কে দ্বীনে ইলাহী শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর তিনি তাওহীদের প্রচার শুরু করেছেন।

অহি-র প্রথম শব্দই ছিল اقْرَأْ। 'আপনি পড়ুন'। সুতরাং পড়া বা শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। রাসূল (ছাঃ) শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'ইলম অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয' *(ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২১৮ সনদ হাসান)*। সুতরাং পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য হ'ল তার আদরের সন্তানটিকে

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা। শিক্ষা মানুষের মনকে আলোকিত করে। ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এসেছে, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যার জ্ঞানবান আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

ইসলামী শিক্ষা না দেওয়ার পরিণাম :

পিতা-মাতা ও দায়িত্বশীলগণ যদি সন্তানদেরকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা না দিয়ে শুধু দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করে; আর তাতে সন্তান বিপথে যায় তাহ'লে তারা পরকালে পিতা-মাতা ও অভিভাবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর কাফিররা বলবে, আমাদের রব! জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদের উভয়কে পদদলিত করব যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়' *(হামীম সাজদাহ ৪১/২৯)*।

শিশুর পোশাক :

শিশুর পোশাক হবে ভদ্র ও মার্জিত। এজন্য পোশাকের নিম্নলিখিত মূলনীতি থাকতে হবে।

(১) পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য হবে দেহকে ভালভাবে আবৃত করা। যাতে দেহের গোপনীয় স্থানসমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*।

(২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হওয়া। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা। হাদীছে সাদা পোশাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(আ'রাফ ৭/২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*।

(৩) অমুসলিমদের সদৃশ না হওয়া *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

(৪) অপচয় ও অহংকার প্রকাশ না পাওয়া। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, ৪৩২১)*।

শালীন পোশাকের গুরুত্ব :

পশুর লজ্জাও নেই পোশাকও নেই। ওরা উলঙ্গ থাকে, যা ইচ্ছা তাই করে। মানুষ পশু নয়। বরং আশরাফুল মাখলূকাত। পোশাক মানুষের জন্য আল্লাহ্র অনন্য দান। আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের প্রতি পোশাক নাযিল করেছি যাতে তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থান ঢাকা যায় এবং শরীরের হিফাযত ও সাজসজ্জা হয়। আর তাক্বওয়ার পোশাকই সবচেয়ে ভাল। এটা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে লোকেরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

ছালাতের নির্দেশ প্রদান :

আল্লাহ তা'আলা সকলের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। ছালাত

শুধু নিজে আদায় করলে চলবে না। সকলকে নিয়েই আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারের প্রধানকে সচেতন থাকতে হবে। ছালাত নিজে পড়বে ও পরিবারের সকল সদস্যকে পড়তে বাধ্য করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 'আর তোমার পরিবারবর্গকে ছালাতের আদেশ দাও ও তাতে অবিচল থাক' *(ত্বা-হা ২০/১৩২)*।

ছোট্ট কচিকাঁচা সোনামণিদের ৭ বছর বয়সেই ছালাতে অভ্যস্ত করতে হবে। তবে ১০ বছর বয়সে পুরোপুরি ভাবে ছালাতে অভ্যস্ত না হ'লে, তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের ছালাত আদায়ের জন্য আদেশ দাও যখন তাদের বয়স ৭ বছর হবে। ১০ বছর বয়স হ'লে ছালাতে আদায় না করলে প্রহার কর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭২)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ بِالصَّلاَةِ فَمُرُوهُ 'যখন সে তার ডানকে বাম থেকে আলাদা করতে পারবে তখন তাকে ছালাতের নির্দেশ দাও *(তিরমিযী হা/৪০৭, ইবনু খুযায়মা হা/১০০২)*।

সুতরাং সন্তানকে ১০ বছর বয়সেই পাক্কা মুছল্লী তৈরী করা পিতা-মাতার যরূরী কর্তব্য। এতে সন্তান খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা ছালাত মানুষকে যাবতীয় পাপ কাজ থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'নিশ্চয় ছালাত মুমিনকে নির্লজ্জ ও অপসন্দীয় কাজ সমূহ হ'তে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*।

সন্তান ছালাত আদায়কারী হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা :

প্রত্যেককেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং পরিবারের প্রধান তার পরিবার সম্পর্কে ক্বিয়ামতের মাঠে জিজ্ঞেসিত হবেন। পরিবারের প্রধান যেমন নিজে ছালাত আদায় করবেন, তেমনি পরিবারের সকল সদস্য যেন ছালাত আদায়কারী হয় সে জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করবেন। যেমন ইবরাহীম (আঃ) দো'আ করেছিলেন। এভাবে, رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ *উচ্চারণ: রব্বিজ 'আলনী মুকিমাছ ছালাতি ওয়া মিন যুররিয়াতী রব্বানা তাকাব্বাল ওয়া দু'আয়ী।* 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ছালাত আদায়কারী কর। এবং আমার বংশধরদের মধ্যে হ'তেও। হে আমাদের প্রতিপালক আমার প্রর্থনা কবুল কর' *(ইবরাহীম ১৪/৪০)*।

সুতরাং বলা যায়, ছালাত আদায়কারী হওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে হবে। সন্তানরা ছালাত পড়লে খুবই ভাল, না পড়লে শাস্তির ব্যবস্থা রেখে তাদের ছালাত মুখী হওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে হবে।

ছালাতে বাচ্চাদের কাতার :

আবু মালেক আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلاَةُ قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى لاَ أَحْسَبُهُ إِلاَّ قَالَ صَلاَةُ أُمَّتِى 'আমি কী তোমাদের নবী (ছাঃ)-এর ছালাত সম্পর্কে বলব না? তিনি বলেন, অতঃপর তিনি ছালাত কায়েম করেন। পুরুষের কাতার করেন, তাদের পিছনে বাচ্চাদের কাতার করেন এবং তাদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন' *(আবুদাঊদ হা/৬৭৭)*।

উপদেশ প্রদান :

আল্লাহ বলেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ 'এবং তুমি উপদেশ দিতে থাক, নিশ্চয় উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। উপদেশ মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের ভাল মন্দ যাবতীয় দিক সম্পর্কে উপদেশ দিতে হবে। এমন কাজই পিতা হিসাবে ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আঃ) এবং লোকমান হাকীম করে দেখিয়েছেন। যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

(১) ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আঃ)-এর উপদেশ, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 'আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় সন্তানদের উপদেশ প্রদান করেছিলেন হে আমার বংশধর! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৩২)*।

(২) লোকমান হাকীম এর উপদেশ, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ '(স্মরণ কর) যখন লোকমান উপদেশ দিয়ে তার পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় পাপ *(লোকমান ৩১/১৩)*।

ভাল কাজের আদেশ ও তার সফলতা বর্ণনা করা :

সন্তানদের সর্বদা ভাল কাজের আদেশ দিতে হবে। আর সাথে সাথে ভাল কাজের মর্যাদা এবং এর সুফলতা বর্ণনা করলে, তারা সে দিকেই উৎসাহী হবে। যেমন লোকমান হাকীম সন্তানকে ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করেছিলেন।

এবং সাথে সাথে ধৈর্যধারণের ফলশ্রুতি বলে দিয়েছিলেন। যেমন, يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 'হে বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজে নিষেধ কর। এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় এটি শ্রেষ্ঠতম কর্মের অন্তর্ভুক্ত' *(লোকমান ৩১/১৭)*। ধৈর্যধারণ সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*।

মন্দ কাজের নিষেধ ও তার কুফলতা বর্ণনা করা :

লোকমান হাকীম সন্তানকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেন এবং মন্দ কাজের প্রতিক্রিয়া কি ঘটতে পারে, এর ভয়াভয় পরিণতি কি তাও বলেন, যাতে তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 'আর অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না' *(লোকমান ৩১/১৮)*। অহংকার অত্যন্ত মন্দ স্বভাব যেমন, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ 'আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর বড়ত্ব আমার লুঙ্গী। এই দু'টির কোন একটি কেউ গ্রহণ করলে আমি তাকে জাহান্নামে দিব' *(আবুদাঊদ হা/৪০৯২)*।

সুতরাং যখন আমরা সন্তানদের মন্দ কাজের নিষেধ করব তখন তার খারাপ দিকটাও বলে দিব।

[চলবে]

ফুযায়েল বিন আয়ায (রহঃ) বলেন,

➔ 'আমার যদি কবুলযোগ্য কোন দো'আ থাকত, তবে তা আমি কেবল রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যই নির্ধারণ করতাম। কেননা রাষ্ট্রপ্রধানের কল্যাণের মাঝে দেশ ও জনগণের কল্যাণ নিহিত থাকে' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/১০৪)*।

ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন,

➔ তুমি সত্যবাদী হও, কেননা সত্য তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে মনে করলেও মূলতঃ তা তোমার উপকারই করবে। আর তুমি মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা মিথ্যা তোমাকে উপকৃত করবে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে তা তোমার ক্ষতি করবে' *(জাহেব, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ২/১৩৯)*।

হাদীছের গল্প

বিস্ময়কর বালক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছোহায়েব রূমী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রাক-ইসলামী যুগের জনৈক বাদশাহ্র একজন জাদুকর ছিল। জাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য একজন বালককে তার নিকটে জাদুবিদ্যা শেখার জন্য নিযুক্ত করা হয়। যাতায়াতের পথে একটি গীর্জায় একজন ঈসায়ী ধর্মযাজক ছিলেন। বালকটি দৈনিক তার কাছে বসত। ঈসায়ী ধর্মযাজকের বক্তব্য শুনে সে ঈসায়ী হয়ে যায়। কিন্তু তা গোপন রাখে। একদিন দেখা গেল যে, বড় একটি হিংস্র জন্তু (সিংহ) রাস্তা আটকে দিয়েছে। লোকেরা ভয়ে আগাতে পারছে না। বালকটি মনে মনে বলল, আজ আমি দেখব, পাদ্রীর দাওয়াত সত্য, না জাদুকরের দাওয়াত সত্য। সে একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়ে বলল, اللَّهُمَّ إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس- 'হে আল্লাহ! যদি পাদ্রীর দাওয়াত তোমার নিকটে জাদুকরের দাওয়াতের চাইতে অধিক পসন্দনীয় হয়, তাহ'লে এই জন্তুটাকে তুমি মেরে ফেল, যাতে লোকেরা যাতায়াত করতে পারে' বলেই সে পাথরটি নিক্ষেপ করল এবং জন্তুটি সাথে সাথে মারা পড়ল। এখবর পাদ্রীর কানে পৌঁছে গেল। তিনি বালকটিকে ডেকে বললেন, 'হে বৎস! তুমি আমার চাইতে উত্তম। তুমি অবশ্যই সত্বর পরীক্ষায় পতিত হবে। যদি হও, তবে আমার কথা বলো না'। বালকটির কারামত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার মাধ্যমে অন্ধ ব্যক্তি চোখ ফিরে পেত। কুষ্ঠরোগী সুস্থ হ'ত এবং অন্যান্য বহু রোগ ভাল হয়ে যেত। ঘটনাক্রমে বাদশাহ্র এক মন্ত্রী ঐ সময় অন্ধ হয়ে যান। তিনি বহুমূল্য উপঢৌকনাদি নিয়ে বালকটির নিকটে আগমন করেন। বালকটি তাকে বলে,

ما أنا أشفى أحدًا إنما يشفى الله فإن أنت أمنت بالله دعوت الله فشفاك- 'আমি কাউকে রোগমুক্ত করি না। এটা কেবল আল্লাহ করেন। এক্ষণে যদি আপনি আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করব। অতঃপর তিনিই আপনাকে সুস্থ করবেন'। মন্ত্রী ঈমান আনলেন। বালক দো'আ করল। অতঃপর তিনি চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন। পরে রাজদরবারে গেলে বাদশাহ্র প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, আমার পালনকর্তা আমাকে সুস্থ করেছেন। বাদশাহ বলেন, তাহ'লে আমি কে? মন্ত্রী বললেন, لا، بل ربي وربك

–اللّٰه 'না। বরং আমার ও আপনার পালনকর্তা হ'লেন আল্লাহ'। তখন বাদশাহ্র হুকুমে নির্যাতন শুরু হয়। এক পর্যায়ে তিনি উক্ত বালকের নাম বলে দেন। তখন বালককে ধরে এনে একই প্রশ্নের একই জবাব পেয়ে তার উপরেও চালানো হয় কঠোর নির্যাতন। ফলে এক পর্যায়ে সে পাদ্রীর কথা বলে দেয়। তখন বৃদ্ধ পাদ্রীকে ধরে আনলে তিনিও একই জওয়াব দেন। বাদশাহ তাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে বললে তারা অস্বীকার করেন। তখন পাদ্রী ও মন্ত্রীকে জীবন্ত করাতে চিরে তাদের মাথাসহ দেহকে দু'ভাগ করে ফেলা হয়। এরপর বালকটিকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলার হুকুম দেয়া হয়। কিন্তু তাতে বাদশাহ্র লোকেরাই মারা পড়ে। অতঃপর তাকে নদীর মধ্যে নিয়ে নৌকা থেকে ফেলে দিয়ে পানিতে ডুবিয়ে মারার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও বালক বেঁচে যায় ও বাদশাহ্র লোকেরা ডুবে মরে। দু'বারেই বালকটি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেছিল, اَللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ 'হে আল্লাহ! এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর যেভাবে তুমি চাও'। পরে বালকটি বাদশাহকে বলে, আপনি আমাকে কখনোই মারতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি আমার কথা শুনবেন। বাদশাহ বললেন, কি সে কথা? বালকটি বলল, আপনি সমস্ত লোককে একটি ময়দানে জমা করুন। অতঃপর একটা তীর নিয়ে আমার দিকে নিক্ষেপ করার সময় বলুন, بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلاَمِ 'বালকটির পালনকর্তা আল্লাহ্র নামে'। বাদশাহ তাই করলেন এবং বালকটি মারা পড়ল। তখন উপস্থিত হাযার হাযার মানুষ সমস্বরে বলে উঠল, آمَنَّا بِرَبِّ هَذَا الْغُلاَمِ 'আমরা বালকটির প্রভুর উপরে ঈমান আনলাম'। তখন বাদশাহ বড় বড় ও দীর্ঘ গর্ত খুঁড়ে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে সবাইকে হত্যা করেন। নিক্ষেপের আগে প্রত্যেককে তাওহীদ বর্জনের বিনিময়ে মুক্তির কথা বলা হয়। কিন্তু কেউ তা মানেনি। শেষ দিকে একজন মহিলা তার শিশু সন্তান কোলে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন। হঠাৎ কোলের অবোধ শিশুটি বলে ওঠে, اِصْبِرِي يَا أُمَّاهُ، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ 'ধৈর্য ধরো মা! কেননা তুমি সত্যের উপরে আছো'। তখন বাদশাহ্র লোকেরা মা ও শিশুপুত্রকে একসাথে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে' *(আহমাদ হা/২৩৯৭৬; মুসলিম হা/৩০০৫)*। তিরমিযী হা/ ৩৩৪০)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ঐদিন ৭০ হাযার মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয় *(সনদ জাইয়িদ)*। তবে একথাটি রাবী ছোহায়েব রূমীর হ'তে পারে। কেননা তাঁর নিকট নাছারাদের ইল্ম ছিল *(ইবনু কাছীর)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা পৃ. ২০৫-২০৮)।

শিক্ষা :

১. দুনিয়াবী লাভের চিন্তায় শাসন-নির্যাতনের মুখে ঈমান থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং আখেরাতকে হারানো যাবে না।

২. মৃত্যুবরণের চেয়ে সত্যকে রক্ষা করা অনেক বেশী মূল্যবান।

খাদ্যদান

মশিউর রহমান
হাফেয, আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করলাম। তখন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং মহান আল্লাহ্র (কুরআনের) একটি আয়াত তাঁর থেকে শুনতে চাইলাম। তিনি আয়াতটি পাঠ করে নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আমি কিছু দূর চলার পর ক্ষুধার প্রচণ্ডতায় উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। একটু পরে দেখি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার মাথার কাছে দাঁড়ানো। তিনি বললেন, 'হে আবু হুরায়রা! আমি লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা (হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হাযির, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনার সমীপে) বলে সাড়া দিলাম। তিনি আমার হাত ধরে তুললেন এবং আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি আমাকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে এক পেয়ালা দুধ দেয়ার জন্য আদেশ করলেন। আমি কিছু পান করলাম। তিনি বললেন, 'আবু হুরায়রা! আরও পান কর। আবার পান করলাম। তিনি আবার বললেন। আরও পান কর। আমি আবার পান করলাম। এমন কি আমার পেট তীরের মত সমান হয়ে গেল। এরপর আমি ওমর (রাঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার অবস্থার কথা তাঁকে জানালাম এবং বললাম, 'হে ওমর! আল্লাহ তা'আলা এমন একজন লোকের মাধ্যমে এর বন্দোবস্ত করেছেন যিনি এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার কাছে আয়াতটি পাঠ শুনতে চেয়েছি অথচ আমি তোমার চেয়ে তা ভাল পাঠ করতে পারি। ওমর (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! তোমাকে আপ্যায়ন করতে পারলে তা আমার নিকট লাল বর্ণের উটের চেয়েও অধিক প্রিয় হ'ত' *(বুখারী হা/৫৩৭৫)*।

শিক্ষা :

১. ক্ষুর্ধাতকে খাদ্যদান উত্তম অভ্যাস।

২. মানুষের অবস্থা বুঝে তাকে সহযোগিতা করা উচিত।

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল, তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল

(মুসলিম হা/২৮৫৮; মিশকাত হা/৫১৫৬)।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

মেযবানের জন্য দো'আ :

(১) اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ-

(ক) *আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী'* (হে আল্লাহ! তুমি তাকে খাওয়াও যিনি আমাকে খাইয়েছেন এবং তাকে পান করাও যিনি আমাকে পান করিয়েছেন) *(মুসলিম হা/৫৩৬২)*। বহুবচনে 'না' বলবে। **অথবা বলবে,**

(২) أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ-

(খ) *আফত্বারা ইনদাকুমুছ ছা-য়েমূন, ওয়া আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-রু, ওয়া ছালাত আলায়কুমুল মালা-য়েকাহ'* (ছায়েমগণ আপনার নিকট ইফতার করুন। নেককার ব্যক্তিগণ আপনার খাদ্য গ্রহণ করুন এবং ফেরেশতাগণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন) *(আবুদাঊদ হা/৩৮৫৪; মিশকাত হা/৪২৪৯)*। **অথবা বলবে,**

(৩) اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ-

(গ) *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাঝাক্বতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম'* (হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রূযী দান করেছ, তাতে প্রবৃদ্ধি দান কর। তুমি তাদের ক্ষমা কর ও তাদের উপর রহম কর) *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৭)*।

ঘুমানোর সময় এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় দো'আ :

(ক) ঘুমানোর সময় ডান কাতে শুয়ে বলবে, بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا *'বিসমিকাল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া'* (হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি'। অর্থাৎ তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হব)।

(খ) ঘুম থেকে ওঠার সময় বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর'* (সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান) *(বুখারী হা/৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২)*।

১০. ছিয়াম বিষয়ে :

(ক) ইফতারের দো'আ : بِسْمِ اللّٰهِ *'বিসমিল্লা-হ'* (আল্লাহ্র নামে শুরু করছি)।

(খ) ইফতার শেষে দো'আ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *আলহামদুলিল্লা-হ'* (আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা)। **অথবা** (ঐ সাথে) বলবে,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَآءَ اللهُ-

'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূক্ব ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ' (তৃষ্ণা দূর হ'ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ'ল)। *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩)*।

(গ) লায়লাতুল ক্বদরের বিশেষ দো'আ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে পড়ার জন্য নিম্নের দো'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।-

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তোহেব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী' (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর)। *(আহমাদ, মিশকাত হা/২০৯১)*।

১১. কারু থেকে ভয় থাকলে পড়বে :

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

(ক) আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম' (হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে ওদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং ওদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১)* (খ) অথবা বলবে, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন শার্রি মা 'আমিলতু ওয়া শার্রি মা লাম আ'মাল' (হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ঐসব কাজের অনিষ্টকারিতা হ'তে, যা আমি করেছি এবং যা আমি করিনি)। *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬২)*

১২. ছালাতে শয়তানী ধোঁকা হ'তে বাঁচার উপায় :

শয়তান ছালাতের মধ্যে ঢুকে ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এরা হ'ল 'খিনযাব' (শয়তানের একটি বিশেষ দল)। যখন তুমি এদের অস্তিত্ব বুঝতে পারবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহ্র পানাহ চেয়ে আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির বলে বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। রাবী ওছমান বিন আবুল 'আছ বলেন, এরূপ করাতে আল্লাহ আমার থেকে ঐ শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেন। *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* প্রণীত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২৮৪-২৮৭)।

একটি শিশুকে দাও যদি সামান্য ভালবাসা, তোমাকে সে ফিরিয়ে দেবে অনেক খানি

রাসকিন

গল্পে জাগে প্রতিভা

'ইনশাআল্লাহ' না বলার ফল

মুযযাম্মিল হক্ব, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এই সমাজে এমন অনেক লোক আছে, যারা দুনয়াবী অর্থ-বিত্তের অহংকারে আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহ্র উপর ভরসা না করে প্রতিনিয়ত তারা ধন-সম্পদের প্রতি ভরসা করে। অবশেষে কোন বিপদ আসলে তখন সাময়িকভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে। অবশ্য এতে তেমন কোন লাভ হয় না। নিম্নে ইনশাআল্লাহ না বলার ফল সম্পর্কে একটি গল্প উল্লেখ করা হ'ল-

এক ধনী অহংকারী গরু কিনতে হাটে যাচ্ছে। রাস্তায় এক সোনামণি তাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন? বলল, গরু কিনতে। সোনামণি বলল, ভাল কাজে ইনশাআল্লাহ বলতে হয়। সে বলল, এতে আবার ইনশাআল্লাহ বলার কি আছে? পকেটে টাকা আছে, হাটে গরু আছে। যাব আর কিনব। এখানে ইনশাআল্লাহ বলার কি প্রয়োজন তা তো বুঝতে পারছি না? লোকটির অহংকারী কথা শুনে ছোট্ট সোনামণি একদম চুপ হয়ে গেল। অবাক হয়ে শুধু তার পথ চলার দিকে তাকিয়ে রইল। অতঃপর লোকটি হাটে গেল এবং অনেক ঘুরাঘুরি করে একটি সুন্দর গরু পসন্দ করল। দাম-দরও ঠিক করে ফেলল। এবার টাকা দেওয়ার পালা। লোকটি টাকা দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দিল। কিন্তু একি আশ্চর্য! হাত পকেটের তলা ভেদ করে নিচে চলে গেল। টাকা নেই পকেটমার পকেট কেটে টাকা নিয়ে গেছে। হায়! একি হ'ল?

টাকা চোরে নিয়ে গেল, ইনশাআল্লাহ। এখন আমি কি করব, ইনশাআল্লাহ।

এভাবে লোকটি কথায় কথায় ইনশাআল্লাহ বলতে লাগল এবং এক পর্যায়ে পকেটে হাত ঝুলাতে ঝুলাতে মাথা নীচু করে শূন্য পকেট নিয়ে বাড়ী অভিমুখে রওনা দিল। পথিমধ্যে সেই সোনামণির সাথে আবারও সাক্ষাৎ হ'ল। সে জিজ্ঞেস করল, কি গরু কিনলেন? লোকটি উত্তরে বলল, কি আর বলব, ইনশাআল্লাহ। কেন? কি হয়েছে? হাটে গেলাম ইনশাআল্লাহ। তারপর? গরু পসন্দ করলাম ইনশাআল্লাহ। দাম-দর ঠিক হ'ল ইনশাআল্লাহ। টাকার জন্য পকেটে হাত দিলাম ইনশাআল্লাহ। কিন্তু পকেটমার টাকা নিয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ। গরু কেনা হয় নি ইনশাআল্লাহ। বাড়ী ফিরে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ।

এভাবে হাত ঝুলাতে ঝুলাতে এবং ইনশাআল্লাহ বলতে বলতে লোকটি বাড়ী ফিরে গেল। আর তার মুখ থেকে ইনশাআল্লাহর খই ফুটতে লাগল। কিন্তু সময় যখন ছিল তখন না বলে এখন বলেই বা কি হবে? মূলত প্রথমেই তাকে ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ চান তবেই

আমার কাজ সম্পূর্ণ হবে। একথা বলা উচিত ছিল।

শিক্ষা :

১. ইনশাআল্লাহ বলে মহান আল্লাহ্র উপর ভরসা করা এবং তাঁরা সাহায্য কামনা করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

২. সর্বদা বিনীত ও নিরহংকারী হয়ে চলতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই অহংকার করা চলবে না।

৩. সময়ের কাজ সময়ে করা উচিত।

ইলম ও যোগ্যতা

রাক্বীবুল ইসলাম
কাজীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

আধুনিক যুগের দুই সহপাঠী মাহমূদ ও মাসঊদ। দু'জনের মধ্যে মাসঊদ ছোটবেলা হ'তে খুব ট্যালেন্ট। অল্প পড়লেই মুখস্থ হয়ে যায় তার। বরাবরই ক্লাসে তার রোল এক। অপরদিকে মাহমূদের মেধা শক্তি দুর্বল হওয়ায় রাত-দিন একনিষ্ঠ মনে পড়া-লেখা করে সে। তারপর ইবতেদায়ী, দাখিল ও আলিমে কোনদিন সেরা দশে জায়গা হয়নি তার। কিন্তু সে হাল ছাড়েনি। সে একনিষ্ঠতার সাথে ক্লাশের পড়াশুনার পাশাপাশি কুরআন, হাদীছ সহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরোহণ করতে থাকে। তার পিতা-মাতা তার লেখা-পড়ার সাথে উত্তম চরিত্র অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। অনেক পড়াশুনার জোরে চলার মত রেজাল্ট হয় মাহমূদের। মাসঊদের কথা আর কী বলব? মূল বই বাদ দিয়ে শুধু গাইড পড়ে ভাল রেজাল্ট করেছে সে। তার পিতা-মাতা শুধু তার ভাল ফলাফলের প্রশংসা করেছে। কিন্তু তার চরিত্র সংশোধনের কোন পরামর্শ দেয়নি। চলে এলো উচ্চ শিক্ষা অর্জনের মোক্ষম সময় ভার্সিটির অ্যাডমিশন। পরীক্ষা দিয়ে চান্স পেয়ে গেলে মাহমূদ। কিন্তু কয়েকটি ভার্সিটির অ্যাডমিশন শেষ করেও মাসঊদের কোন ভার্সিটিতে চান্স হ'ল না। এমনকি এক বছর অপেক্ষা করে পরের বছরেও মিলল না চান্স। সে নিরাশ হয়ে গোলক ধাঁধায় পড়ে গেল। সে এখন নিজেকে প্রস্তুত করল অন্যভাবে। সে আজ জাতির জন্য এক মহাহুমকি, কলঙ্কের ছাপ। অন্যদিকে মাহমূদ কঠোর পরিশ্রম ও চরিত্র গুণে নিজ গোছানো পরিবেশকে আরও ভালভাবে গুছিয়ে নিলো। এমনকি সেই দুর্বল মাহমূদ সত্যিই আজ সবার কাছে প্রশংসার পাত্র। ছেলেটি আস্তে আস্তে দেশব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠল এবং সেই আজ জাতির পথ প্রদর্শক। দেশব্যাপী কত সুনাম তার! এসবই তার চরিত্র, কঠোর অধ্যবসায় ও যোগ্যতার ফসল।

শিক্ষা :

১. ইলম ও যোগ্যতা এক নয়। ইলম অর্জনের সাথে সাথে চরিত্রও ভাল করতে হবে।

২. ইমাম মালেক (রাঃ) বলেন, 'ইলম এতো মর্যাদা সম্পন্ন যে, তুমি তাকে সবটুকু না দিলে সে তোমাকে সামান্যটুকুও দেবে না'।

৩. ইলম ও যোগ্যতা অর্জনের মূল উপাদান হ'ল শুধু গাইড না পড়ে মূল পাঠ্য বই পড়া।
৪. যোগ্য হ'তে হ'লে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরোহণ করতে হবে।

অতি লোভ ভাল নয়

ইমামুল আবেদীন, হিফয বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক গ্রামে বাস করত এক রাখাল। তার অনেক গাভী ছিল। নদীর ওপারে সে গাভীগুলি চরাত। তার এক ছেলে ছিল। সে প্রতিদিন গাভীর দুধ বিক্রয় করত। এক দিন ছেলেটি ভাবল, আমি যদি দুধে পানি মিশায় তাহ'লে অতিরিক্ত টাকা সঞ্চয় করতে এবং নিজের জন্য একটি গাভী কিনতে পারব। এই চিন্তা করে সে প্রতিদিন দুধে এক থেকে দু'কেজি পানি মিশায়। অবশেষে অতিরিক্ত টাকা জমা করে সে একটি গাভী কিনে। একদিন তার বাবা নদীতে গাভী পার করতে গেলে প্রবল স্রোতে পড়ে তার ছেলের গাভীটি পানিতে হারিয়ে গেল। বাড়ী ফিরলে তার ছেলে গাভীটি দেখতে না পেয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, গাভীটি কোথায়? বাবা বলল, গাভী স্রোতে ডুবে হারিয়ে গেছে। তখন ছেলেটি বুঝল, **'পানির টাকা দিয়ে কেনা গাভী পানিতেই চলে গেছে'**।

শিক্ষা : *অতি লোভ করা ভাল নয়।*

কবিতাগুচ্ছ

নামটি সোনামণি

তাজুল ইসলাম
কোরপাই ফাযিল মাদরাসা
বুড়িচং, কুমিল্লা।

সোনামণি প্রতিভার বিস্তৃত মাঝে,
ফুটল যে এক কুঁড়ি।
স্নিগ্ধ হাসিতে ছড়িয়ে দিল,
সত্যের ফুলঝুড়ি।
তার মায়াবী বদল দেখে,
হুমড়ি খেয়ে পড়ি।
তার সুবাসে আকুল হয়ে,
নতুন শপথ করি।
সে যেন কোন মন্ত্রে আমার,
মন করল চুরি।
চলার পথে বন্ধু সে যে,
নামটি সোনামণি।

মোদের আহ্বান

সাবরীনা সুমাইয়া, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কুরআন সুন্নাহ্র পথে মোরা
ডাকি সর্বদায়,
তুমি আমি সকলে মোরা
মুসলিম ভাই ভাই।
মানিনা মোরা ব্যক্তি রচিত
কোনো মতবাদ,
পেয়েছি মোরা কুরআন সুন্নাহয়
ইসলামের মূল স্বাদ।

এসো গো ভাই এগিয়ে এসো
অহি-র পথের দিকে,
এই পথ তোমায় নিয়ে যাবে
জান্নাতেরই দিকে।
সত্য ন্যায়ের পথটি ধরে
দাওয়াত দিব অবিরত,
অহি-র পথের ছায়াতলে
থাকব সবাই অবনত।

হে জ্ঞান পিপাসু

হা-মীম সীনতাহা, (আলিম ১ম বর্ষ)
মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসা, রাজশাহী।

রাত-দিন পৃথিবীর কী রদবদল!
সুবাদে পূরণ করতে পারো জীবনের গোল।
দর্প ছেড়ে নিবিড় মনে করে যাও কাজ দিন-রাত,
রাত শেষে আসবেই আসবে নতুন প্রভাত।
হে জ্ঞান পিপাসু সোনামণি!
তোমরাই জাতির রাজনন্দন নয়নমণি।
তোমরা তড়িঘড়ি বিচরণ কর জ্ঞানের প্রতিটি শাখায়,
ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান সাহিত্যের প্রতিটি পাতায়,
খারাপকে খারাপ জেনে ভালোর কর পালন,
ভালোর সাথে খারাপের ঘটায়োনা মিলন।
তোমার কোমল হৃদয়ের উদ্ভাসিত ধ্বনি
দূর করে দেয় যেন, ব্যক্তি বস্তুর সকল দুশমনি।

সৎপথে

আব্দুল আলীম
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

সৎপথে চলতে গেলে
অনেক বাধা আসে
তবুও আমি চেষ্টা করে
চলছি সেই পথে।
অসৎ পথে আয় করে সব
অনেক কিছু গড়ে
দু'দিন পর নিঃস্ব হয়ে
পথে বসে পড়ে।
বড় হওয়া বড়ই কঠিন
চেষ্টা কর তবে
দেখবে একদিন সফল হয়ে
সত্য সত্যই রবে।
তাই বলি এসো সবাই
দো'আ করি এক সাথে
আল্লাহ তাদের সহাই হৌন
এপথে যারা চলে।

আমরা সোনামণি

মুহাম্মাদ ছিয়াম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শিশু থেকেই আল্লাহ্‌র পথে আমাদের মুখের ধ্বনি
আমরা সোনামণি।
রাসূলের আদর্শ লক্ষ্য মোদের আমরা সবাই জানি
আমরা সোনামণি।
বড় হ'লেই স্বপ্ন মোদের আমরা হবো জ্ঞানী
আমরা সোনামণি।
শৈশব থেকে বড়দের কথা নিয়মিত শুনি
আমরা সোনামণি।
রাসূলের পথে চলতে হবে আল্লাহ্‌র বাণী
আমরা সোনামণি।
সার্বিক সমাজ সংস্করণে মোরা ছহীহ হাদীছ মানি
আমরা সোনামণি।
সুখে, দুঃখে প্রয়োজনে গরীব দুখী চিনি
আমরা সোনামণি।

এ ক টু খা নি হা সি

একমন

আব্দুল্লাহ, ১ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছেলে : আচ্ছা আব্বা আমার ওযন কত?
বাবা : প্রায় ৩০ সের তো হবেই।
ছেলে : হায়! হায়! তাহ'লে তো আমার আর লেখাপড়া হবে না।
বাবা : (অবাক হয়ে) ওযনের সঙ্গে লেখাপড়ার সম্পর্ক কি?
ছেলে : না বাবা, স্যার আজ ক্লাসে বলেছেন, একমন না হ'লে লেখাপড়া হয় না।

শিক্ষা :

১. *শিক্ষকের উপদেশ অর্থ ও অবস্থা বুঝে প্রয়োগ করতে হবে।*

অর্ধচন্দ্র

নাজমুন নাঈম, ১০ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কোন এক অফিসে অফিসার ও কর্মচারীর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়। ফলে অফিসার কর্মচারীকে অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। কিন্তু কর্মচারী মুখের ওপর তর্ক করে। এরপর...

অফিসার : তুমি যদি অফিস থেকে বের হয়ে না যাও তাহ'লে আমি তোমাকে অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা) দিয়ে বের করে দিব। (কর্মচারী ছিল অল্প শিক্ষিত। তাই সে ভাবল অর্ধচন্দ্র মানে চাঁদের অর্ধেক)।
কর্মচারী : বের করার প্রয়োজন নেই স্যার! আপনি অর্ধচন্দ্র দিলে আমি নিজেই চলে যাব।

শিক্ষা :

১. *যোগ্যতা ও ধারণ ক্ষমতা মেপে কথা বলতে হবে।*

২. *বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারিক অর্থ জেনে কাজ করা উচিত।*

লেবুর শরবত

আতীকুর রহমান, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মুফীযের পিতা : মুফীয, বাজার থেকে কিছু লেবু কিনে আন। তোমার ভাই প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত। তাকে লেবুর শরবত খাওয়াতে হবে।
কিছুক্ষণ পর...
মুফীয : আব্বু, বাজারে লেবু পাইনি। তবে এই নিন লেবুর শরবত।
পিতা : লেবু পাওনি তো লেবুর শরবত কোথায় পেলে?
মুফীয : রাস্তার পাশে বড় সাইনবোর্ডে দেখলাম যে, আপনারা জামা-কাপড়, টুপি-পাঞ্জাবী ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য 'লেমন ওয়াশিং পাউডার' ব্যবহার করুন। সেখানে রয়েছে হাযারো লেবুর শক্তি! তাই 'লেমন ওয়াশিং পাউডার' দিয়ে শরবত বানিয়ে আনলাম।

শিক্ষা :

কথা বুঝে কাজ করতে হবে। অন্যথায় হিতে বিপরীত হবে।

আমার দেশ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নাম	মেয়াদকাল
১. শেখ মুজিবুর রহমান (অনুপস্থিত ১০.০১.৭২ পর্যন্ত)	৬২.০৩.৭১-১২.০১.৭২
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী)	২৬.০৩.৭১-১০.০১.৭২
৩. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১২.০১.৭২-২৪.১২.৭৩
৪. মুহাম্মাদ উল্লাহ (অস্থায়ী ২৭.০১.৭৪ পর্যন্ত)	২৪.১২.৭৩-২৫.০১.৭৫
৫. শেখ মুজিবুর রহমান	২৫.০১.৭৫-১৫.০৮.৭৫
৬. খন্দকার মোস্তাক আহমাদ	১৫.০৮.৭৫-০৬.১১.৭৫
৭. বিচারপতি আবু সাদাত মুহাম্মাদ সায়েম	০৬.১১.৭৫-২১.০৪.৭৭
৮. লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান	২১.০৪.৭৭-৩০.০৫.৮১
৯. বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (অস্থায়ী ২১.১১.৮১ পর্যন্ত)	৩০.০৫.৮১-২৪.০৩.৮২
১০. লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মুহাম্মাদ এরশাদ	২৪.০৩.৮২-২৭.০৩.৮২
১১. বিচারপতি আবুল ফযল মুহাম্মাদ আহসান উদ্দীন চৌধুরী	২৭.০৩.৮২-১১.১২.৮৩
১২. লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মুহাম্মাদ এরশাদ	১১.১২.৮৩-০৬.১২.৯০
১৩. বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ (অস্থায়ী)	০৬.১২.৯০-০৯.১০.৯১
১৪. আব্দুর রহমান বিশ্বাস	০৯.১০.৯১-০৯.১০.৯৬
১৫. বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমাদ	০৯.১০.৯৬-১৪.১১.০১
১৬. অধ্যাপক ডা.এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৪.১১.০১-২১.০৬.০২
১৭. ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার (অস্থায়ী)	২১.০৬.০২-০৬.০৯.০২
১৮. অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীন আহমাদ	০৬.০৯.০২-১২.০২.০৯
১৯. মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান	১২.০২.০৯-২০.০৩.১৩
২০. মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ	২০.০৩.১৩-বর্তমান

'সোনামণি'-এর ৫টি নীতিবাক্য

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সালামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

কতিপয় খারাপ অভ্যাস

ফরীদুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. কথার ফাঁকে ফাঁকে দাঁত দিয়ে কুটকুট করে নখ কাটা : এতে নখের রোগ জীবাণু যেতে পারে মুখগহ্বরে, হ'তে পারে মাড়ি ও গলদেশে সংক্রমণ। এ থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

২. চুল মোচড়ানো ও টানা : বিশেষ করে মেয়েরা কথার ফাঁকে ফাঁকে আঙ্গুল দিয়ে চুল মোচড়ায়, টানে ও উকুন মারে। এ বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. অকারণে চুলের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করানো : বিশেষ করে ছেলেরা সমাজের মধ্যে কারণে অকারণে মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করায়। এটা উচিৎ নয়।

৪. সমাজে বসে নাক খোঁচানো : অনেকে সমাজে মানুষের সামনে নাক খোঁচায়, নাকের ময়লা বের করে ও নাক পরিষ্কার করে। এটা বদ অভ্যাস।

৫. হঠাৎ করে ঘাড় মটকানো : ছেলেরা মাঝে মধ্যে পথে ঘাটে মাথা এদিক সেদিক করে ঘাড় মটকায়। এতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

৬. গালে বা মুখে হাত দিয়ে হতাশ হয়ে বসে থাকা : অনেকে এভাবে বাসে, ট্রেনে বা কোন অনুষ্ঠানে বসে চিন্তা করতে থাকে। এটাও একটা বদ অভ্যাস।

৭. কথায় কথায় দাঁত কিড়মিড় করা : কেউ কেউ তার কোন বিষয়ে অন্যেরা বিরোধিতা করলে, স্বাভাবিকভাবে কথা না বলে বারবার দাঁত কিড়মিড় করে। এটা বদ অভ্যাসের অন্যতম।

৮. বারবার মুখমণ্ডল স্পর্শ করা : বিশেষ করে মেয়েরা পথ চলার সময় ও সমাজে বসে এটা করে থাকে। এটা পরিত্যাগ করা উচিৎ। এতে ত্বকের ক্ষতি হয়। নখের কারণে মুখে ব্রণ হয়।

৯. চকলেট, চুইংগাম ও ক্যান্ডি চোষা : এটি একটা খারাপ অভ্যাস। এ অভ্যাসের কারণে দাঁতে ও মুখে ব্যাকটেরিয়া জন্মে। দাঁতের ক্ষয় হয় এবং মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়।

১০. কথায় কথায় মিথ্যা বলা : বেশী বাকপটুতা দেখাতে গিয়ে অনেকে কথায় কথায় মিথ্যা বলে থাকে। এটা উচিৎ নয়।

১১. কথা বলার সময় হাতের ইশারা করা : অনেকে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বা কথা বলার সময় বেশী বেশী অপ্রয়োজনীয়ভাবে হাতের ইশারা করে থাকে। এটাও একটা বদ অভ্যাস।

১২. ঠোঁট চোষা ও ঠোঁট কামড়ানো : বিশেষ করে সমাজে মেয়েরা এরূপ করে থাকে। এর ফলে মুখ গহবরে পাচক রসের বৃদ্ধি ঘটে। এতে ত্বকের ক্ষতি হয় ও প্রদাহ বাড়ে।

১৩. বন্ধুর কাঁধে ভর দেওয়া বা গায়ে হেলান দেওয়া : স্কুল-মাদরাসার ছেলে-মেয়েরা একজন আরেকজনের কাঁধে ভর দিয়ে বা গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকে। এটাও খারাপ অভ্যাস।

১৪. অযথা শরীর স্পর্শ করা : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা পথ চলার সময় পরস্পরে হাতে হাত ধরে, ধাক্কা-ধাক্কি করে এবং পেটে ও কাঁধে খোঁচা মেরে থাকে। এগুলি খারাপ অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা উচিৎ।

১৫. হাতে লাল ফিতা বা কাপড় বাঁধা : এটা বদ ও চরিত্রহীন ছেলে-মেয়েদের থেকে চালু হয়েছে। যা পরিত্যাগ আবশ্যক।

১৬. ফ্যাশানে অংশগ্রহণ করা : ফ্যাশানের নামে মেয়েরা হাতে পায়ে বড় বড় নখ রাখে, নেইলপলিশ মাখে ও কপালে টিপ দেয়। এগুলি খারাপ মেয়েদের অভ্যাস ও হিন্দুয়ানী প্রথা।

১৭. গভীর রাত পর্যন্ত জাগা : বেশী রাত জেগে বাজে গল্প করা, ফজরের ছালাত কাযা করা, নিয়মিত ফজরের পর ঘুমানো খারাপ। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

১৮. যেখানে সেখানে কিছু খাওয়া বা ফেলা : রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বা খোলা স্থানে অপ্রয়োজনীয় জিনিস খাওয়া ও খাবারের উচ্ছিষ্ট, কলার চোঁচা ইত্যাদি ফেলা খারাপ অভ্যাস।

১৯. থুথু ও নাকের ময়লা ফেলা : ঘরের দেয়ালে, বারান্দায়, মানুষের চলার পথে থুথু ও নাকের ময়লা ফেলা উচিত নয়।

অন্যের সমালোচনায় তুমি খুশি না হয়ে বরং বাধা দাও। কেননা অগোচরে সে তোমারও সমালোচনা করবে।

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

- জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।
- পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।
- ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।
- মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।
- নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।
- সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।
- বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।
- আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।
- সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।
- দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

রহস্যময় পৃথিবী

সংগ্রহে : আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩য় বর্ষ, দাওয়াহ এ্যাণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

পৃথিবীর আশ্চর্য কিছু ঝর্ণাধারা

১. অ্যাঞ্জেল ওয়াটারফল, ভেনিজুয়েলা :

পৃথিবীর অধিকাংশ ঝর্ণার কাছে ভ্রমণ জটিল ব্যাপার হ'লেও অ্যাঞ্জেল ওয়াটারফলস ভেনিজুয়েলার শীর্ষ পর্যটন কেন্দ্র। এ ঝর্ণাটি বিচ্ছিন্ন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। এটি উচ্চতায় ৩২১২ ফুট। এটা বিশ্বের সর্বোচ্চ অবাধ ঝর্ণাধারা।

২. পঙ্গুয়া ওয়াটারফল, ভিয়েতনাম :

এই জলপ্রপাতটি ডেলেট'র একটি শক্তিশালী ঝর্ণা। ডেলেট থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। পঙ্গুয়া ওয়াটারফলটি উচ্চতায় ৪০ মিটার। এই উচ্চতা থেকে পানি যখন একটি বড় লেকে পড়ে তখন যে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয় তা অনেক দূর থেকে শুনতে পাওয়া যায়।

৩. বাওফেং লেক, চীন :

বাওফেং লেক চীনের একটি আকর্ষণীয় স্থান। এই সরু লেকটি চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত। এতে সাজানো সৈন্যবাহিনীর মত ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। এখানে নৌকাভ্রমণ করলে আপনি আকর্ষণীয় পাথর ও সবুজ গাছপালার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন।

৪. লওয়ার লুইস রিভারফল, ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র :

দক্ষিণ-পশ্চিম ওয়াশিংটনের ১৫৩ কি.মি. লম্বা লওয়ার লুইস রিভারফলটি কলোম্বিয়া নদীর উপনদী। এটি কলোম্বিয়া নদীর

উত্তর নির্ঝর অংশ নির্গমন করে। এই সুন্দর এবং বেশ শক্তিশালী ঝর্ণা আসলে কম পানির সময়ে ভাল দেখায়।

৫. মালটনমাহ ওয়াটারফল, যুক্তরাষ্ট্র :

মালটনমাহ ওয়াটারফল ঐতিহাসিক কলম্বিয়া নদীর হাইওয়ে বরাবর। করবেট এবং ডোডসোনের মধ্যে কলম্বিয়া নদীর ঘাট অরেগন-এর দিকের এ ঝর্ণা। দু'টি ধাপে এই ঝর্ণা থেকে পানি ঝরে। মালটনমাহ ওয়াটারফল অরেগন রাজ্যের সবচেয়ে দীর্ঘ ঝর্ণা।

বিশ্বের ভয়ংকর পাঁচ রাস্তা

১. দি আটলান্টিক ওশেন রোড :

পাক্কা সাড়ে আট কিলোমিটার লম্বা এই রাস্তা, অবস্থান যার রীতিমতো সমুদ্রের মধ্যেই। সমুদ্রের মাঝখানে বেশ কয়েকটি দ্বীপের সাথে মোট আটটি সেতু জুড়ে তৈরি হয়েছে এই রাস্তা। সমুদ্রে যখন লম্বা আর বড় বড় ঢেউ খেলে যায়, তখন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এই রাস্তা। ঝড় উঠলে তো কথাই নেই, ওপথে কেউ গিয়েছে তো মরেছে! তবে যেমনই হোক না কেন, পর্যটকদের বেশ পসন্দের জায়গা এটি।

২. সাউথ ইয়ুঙ্গাস রোড :

বলিভিয়ার ৪৩ মাইল লম্বা, ভীতিকর এই রাস্তাকে বলা হয় ডেথ রোড বা মৃত্যুপথ! তবু এই রাস্তা ধরে কিছু কিছু মানুষকে চলতে হয়, কারণ বেশ কিছু গ্রামে যাওয়ার জন্য এই রাস্তার বিকল্প কোন পথ নেই। অজস্র দুর্ঘটনায় প্রতিবছর অন্তত হাযারখানেক মানুষ মারা যায় এই রাস্তায়।

৩. ভিতিম রিভার ক্রসিং :

নদী পারাপারের ৬০০ মিটার লম্বা ভিতিমের এই রাস্তা। সাইবেরিয়ার এই ব্রিজটি খুবই সরু এবং বিপজ্জনক। শীতের সময় যখন চারপাশ কুয়াশায়

ঢাকা, অথবা বৃষ্টির দিনে এই রাস্তা পার হ'তে চাইলে প্রণ্ড সাহস দরকার।

৪. দ্য শিয়ারি রোড :

শিয়ারি থেকে ইশতিয়ারি যাওয়ার পথের এটি ভারতে খুবই দুর্গম এক রাস্তা। পাথরের এই রাস্তা রীতিমতো শ্বাসরুদ্ধকর ও বিপজ্জনক। বৃষ্টির সময় কাদা জমে গেলে এই রাস্তাটি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কারণ, রাস্তাটি তখন প্রচণ্ড পিচ্ছিল হয়ে পড়ে এবং যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ রাখাও তখন কঠিন হয়ে যায়।

দ্য হিমালয় রোড :

হিমালয় পর্বতে ওঠা যেমন বিপজ্জনক, হিমালয়ের আশপাশের রাস্তাও তেমনই ঝুঁকিপূর্ণ। শীতের সময় পুরো রাস্তা তুষার আর পানিতে ভরে যায়। রাস্তাটি এ সময় চরম বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তখন যদি ড্রাইভার সাবধানে না চলেন, তাহ'লে সে যাত্রাই হ'তে পারে তার শেষ যাত্রা!

সাহিত্যাঙ্গন

আবুল ফজল

জন্ম : ১লা জুলাই, ১৯০৩।

জন্মস্থান : কেঁওচিয়া গ্রাম, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

পরিচয় : তিনি মূলত সাহিত্যিক ছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা : তিনি চট্টগ্রাম সরকারি নিউ স্কিম মাদরাসা থেকে ম্যাট্রিক (১৯২৩) এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

পেশা : প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা এবং পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালের ১৯শে এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন।

তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা ছিলেন।

তিনি ১৯২৬ সালে গঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

তিনি সাহিত্য সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসাবে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তুলেন।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল কথা : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র বার্ষিক পত্রিকার নাম : শিখা (১৯২৭)।

তিনি ১৯৩০ সালে মুসলিম সাহিত্য সমাজের সম্পাদক হন।

তিনি শিখার ৫ম সংখ্যা (১৯৩১) সম্পাদনা করেন।

তিনি সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন ।

তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতিপাদ্য : স্বদেশপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ।

গল্পগ্রন্থ : মাটির পৃথিবী (১৩৪৭), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮);

আত্মকাহিনী ও দিনলিপি : রেখাচিত্র (১৯৬৬)।

প্রবন্ধ : বিচিত্র কথা (১৩৪৭), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), সমকালীন চিন্তা (১৯৭০), মানবতন্ত্র (১৩৭৯), শুভবুদ্ধি (১৯৭৪), শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি (১৯৭৮), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১৯৭৯)।

পুরস্কার ও উপাধি : উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৬৩), ও রেখাচিত্র গ্রন্থের জন্য 'আদমজি' পুরস্কার (১৯৬৬); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান (১৯৭৪)।

মৃত্যু : ৪ঠা মে, ১৯৮৩।

মানব মনের রোগসমূহের মধ্য একটি কঠিন রোগের নাম হ'ল 'হিংসা' যা তাকে পশুর চাইতে নিচে নামিয়ে দেয়।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দেশপরিচিতি

তাজিকিস্তান

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : রিপাবলিক অব তাজিকিস্তান।

রাজধানী : দুশানবে।

আয়তন : ১,৪৩,১০০ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৮৭ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ২.২%।

ভাষা : তাজিক।

মুদ্রা : সোমানি।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ১০০%।

মুসলিম হার : ৯৬.৭%।

মাথাপিছু আয় : ২,৬০১ মার্কিন ডলার

গড় আয়ু : ৬৯.৬ বছর।

স্বাধীনতা লাভ : ৯ই সেপ্টম্বর ১৯৯১।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২রা মার্চ ১৯৯২।

জাতীয় দিবস : ৯ই সেপ্টম্বর।

যেলাপরিচিতি

মুন্সিগঞ্জ

যেলাটি ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১লা মার্চ ১৯৮৪ সালে।

আয়তন : ১,০০৪.২৯ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৬টি। মুন্সিগঞ্জ সদর, লৌহজং, টঙ্গীবাড়ী, শ্রীনগর, গজারিয়া ও সিরাজদিখান।

পৌরসভা : ২টি। মুন্সিগঞ্জ ও মিরকাদিম।

ইউনিয়ন : ৬৭টি।

গ্রাম : ৯১৯টি ।

উল্লেখযোগ্য নদী : ধলেশ্বরী, পদ্মা, মেঘনা, রজত রেখা ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : ইদ্রাকপুর দুর্গ, অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান, পণ্ডিত ভিটা ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক পাতা

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ ইবরাহীম, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নোবেলজয়ী মুসলিম ব্যক্তিত্ব

নোবেলজয়ীর নাম	বিষয়	সাল	দেশ	মন্তব্য
আনোয়ার সা'দাত	শান্তি	১৯৭৮	মিসর	প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী।
আব্দুস সালাম	পদার্থ	১৯৭৯	পাকিস্তান	উপমহাদেশে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী।
নাজীব মাহফূয	সাহিত্য	১৯৮৮	মিসর	সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম আরব সাহিত্যিক। উপন্যাসের জন্য তিনি সমধিক পরিচিত।
ইয়াসির আরাফাত	শান্তি	১৯৯৪	ফিলিস্তিন	ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান।
আহমাদ জেবাইল	রসায়ন	১৯৯৯	মিসর	মিসর রসায়নে প্রথম নোবেল বিজয়ী।
শিরিন এবাদী	শান্তি	২০০৩	ইরান	শান্তিতে নোবেল জয়ী প্রথম মুসলিম নারী।
আল-বারাদী	শান্তি	২০০৫	মিসর	IAEA এর প্রধান ছিলেন। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
মুহাম্মাদ ইউনুস	শান্তি	২০০৬	বাংলাদেশ	বাংদেশের প্রথম নোবেল বিজয়ী।
ওরহান পামুক	সাহিত্য	২০০৬	তুরস্ক	বিখ্যাত গ্রন্থ The White castle
তাওয়াক্কুল কামরান	শান্তি	২০১১	ইয়ামন	নোবেল বিজয়ী প্রথম আরব নারী।
মালালা ইউসুফ জাঈ	শান্তি	২০১৪	পাকিস্তান	সর্বকনিষ্ঠ নোবেল জয়ী।
আযীয স্যানকার	রসায়ন	২০১৫	তুরস্ক	তুরস্কে প্রথম নোবেল বিজয়ী।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

সুস্থ থাকার উপায়

১. আমাদের শরীরের জন্য আলো ও অন্ধকার উভয় প্রয়োজন। শুধু ছায়া বা এয়ারকন্ডিশান রুমে থাকলে অনেক রোগ বেড়ে যায়। মানুষের মস্তিষ্ক ছায়ার চেয়ে আলো দেখলেই বেশি পুলকিত হয়। সূর্যের আলোতে ইউডিএ রশ্মি থাকে, যা ভিটামিন-ডি প্রস্তুতে সহায়তা করে। সূর্যের আলোয় ত্বকের বাইরের অংশ পুরু হয়। স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও হাড়ের জন্য এটা খুবই প্রয়োজন। এর অভাবে হাড় ভেঙে যায় ও চিকন হয়। শিশু-কিশোরদের জন্য এটা খুবই প্রয়োজন। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২০/১২/০৬)।

২. ছায়ায় ও বদ্ধঘরে থাকলে গ্যাস ও রোগজীবাণু বৃদ্ধি পায়। মাঝে মধ্যে সূর্যের আলো ও গাছপালাপূর্ণ স্থানে বেড়ানো উচিত।

৩. জীবনের সুখ-দুঃখ ও ভাল-মন্দের গল্পগুলি প্রিয়জনকে জানানো। এতে মন হালকা হবে এবং অনেক রোগ হ'তে মুক্তি পাওয়া যাবে।

৪. সকল প্রকার টেনশন ও দুশ্চিন্তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করো তাহ'লে মন ও শরীর ভাল থাকবে।

৫. জ্বর ছাড়াই শীত শীত করলে মনে করতে হবে শরীরে অসুখ আছে। শশা, গাজর, মুলা, পেঁয়াজ ও রসুন এবং শাকসবজি বেশী করে খাবে, তাহ'লে সুস্থ থাকবে।

৬. ডায়াবেটিস ও সুস্থতার মহৌষধ নারিকেল। নারিকেল খাওয়ার সাথে সাথে তৈলাক্ত অংশ শক্তি যোগায় কোষে। নারিকেল শরীরে চর্বি জমতে দেয় না। চর্বিযুক্ত ও ফাষ্টফুডে মানুষ মোটা হয়। চর্বি পেটের নীচে জমা হয়। নারকেলের চর্বি গুড ফ্যাট বা ভাল চর্বি। নারিকেল তেল খেলে এটা লিভার ও কোষে চলে যায়। নারিকেল বেশী বেশী খাওয়ার কারণে বাড়তি ফ্যাট জমে না ও ডায়াবেটিস ঘেঁষতে পারে না। (দৈনিক ইত্তেফাক-০৮/১০/০৬)।

৭. কোমল পানীয় ক্ষতিকর। এতে হাড় দুর্বল হয়। বিশেষ করে এটি **১৩-১৯** বছরের মেয়েদের জন্য আরও বেশী ক্ষতিকর। কোকা কোলায় ব্যবহৃত সোডাই এই ক্ষতির অন্যতম কারণ।

৮. ব্যায়ামের সময় লম্বা পদক্ষেপে হাঁটাই বেশী উপকার। এতে ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেসার ও হৃদরোগের সম্ভাবনা ২০% কমে। প্রতিদিন নিয়মিত হাঁটাহাঁটি শরীরের জন্য সীমাহীন উপকারী।

৯. শাসনের চেয়ে সহযোগিতা বেশী উপকারী। অতিরিক্ত শাসন ও বকাঝকা, তিরষ্কার বাচ্চাদের হতাশা ও হতোদ্দম করে তোলে। মানুষের মন অনেক বেশী ও রহস্যময়। এতে মনে রাখার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য বদমেজাজি

শিক্ষকের চেয়ে শান্তশিষ্ট ও ভদ্র শিক্ষকে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী ভালবাসে। একজনের জন্য অন্যান্যদের রাগ দেখানো বা পেটানো কঠিন অপরাধ। শিক্ষকেরও চিন্তা করা উচিত তিনি কি সকল কাজে সফল হয়েছেন?

১০. কলা ও আম উচ্চ ক্যালরী সমৃদ্ধ খাবার। কিছু বাদাম ও ফল-ফলাদি প্রতিদিন খাওয়া ভালো। মেধা বিকাশে সস্তা ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া দরকার। শুধু দামী খাবারে পুষ্টি হয় না।

১১. খাবার সাবধানে ও চিবিয়ে খেতে হবে। এজন্যই তো খাবারের সময় গল্প করা ও টিভি দেখা ঠিক নয়। খাবারের সময় বেশী পানি পান করলে হজমের রসের ঘনত্ব কমে হজমে সমস্যা হয়।

১২. টিনএজ (১৩-১৯ বছরের) সন্তানদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া ঠিক নয়। বাড়তি আদর ও শিথিল শাসন এ বয়সের সন্তানদের গোল্লায় যেতে বেশী সহায়তা করে।

১৩. সিগারেটের ধোঁয়া নারীদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। নিয়মিত ফল খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে।

১৪. প্রতিদিন একই সময়ে খাওয়া, পায়খানা ও গোসল করা উচিত। বিশেষ করে ভোরে পায়খানা করা ভাল। *(দৈনিক ইত্তেফাক-৩০/১০/০৬)*।

১৫. জীবনের প্রথমদিকে যত বেশী কাঁচা ও পাকা ফল ও শাকশবজি খাবে তার দৃষ্টিশক্তি ভাল ও স্থায়ী হবে। চোখের জন্য কাঁচা কলাই বেশী উপকারী।

১৬. ঘামের জন্য কোনকিছু ব্যবহার না করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই যথেষ্ট। ঘাম উপকারী। এর গন্ধটা এমোনিয়ার। কোনকিছু ব্যবহারে এর গন্ধ বন্ধ হয় কিন্তু ত্বকের ক্ষতি হয়।

১৭. রাগ শরীর ও মনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। রাগী মানুষকে শুধু মানুষ নয় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও অনাস্থা প্রকাশ করে। ক্রুদ্ধ অবস্থায় হার্ট এ্যাটাক বা ষ্ট্রোক করলে তাকে বাঁচানো কঠিন। রাগীদের মৃত্যুহার, শান্তশিষ্টদের চেয়ে অনেক বেশী।

১৮. রাতে মরিচ কম খাওয়া উচিত। মরিচে রুচি বৃদ্ধি করে ও এতে ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে।

১৯. শরীরে শক্তির উৎপাদন ও খাবারকে রূপান্তরের জন্য ভিটামিন-বি অর্থাৎ থায়াবিন ও নিয়াসিন খুবই প্রয়োজন। ত্বকের সৌন্দর্য, মস্তিষ্কের রক্ষণাবেক্ষণ ও লোহিত কণিকার ঘাটতি পূরণের জন্য এটা খুবই প্রয়োজন। ডিম, দুধ, ঘি, মাখন, রুটি, পুইশাক, বাধাকপি, কুমড়া, লেবু, মটরশুটি, আঙ্গুর ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-বি আছে।

২০. দুধ, ফল-ফলাদি ও সবজি খেলে লিভার ক্যান্সার হয় না।

২১. হার্টের রোগীদের রাস্তার পাশে বাস করা উচিত নয়। কারণ এতে হার্ট এ্যাটার্ক ও প্রেসার হ'তে পারে। হাইড্রোলিক হর্ণের কারণে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। নিরিবিলি পরিবেশে হার্টএ্যাটার্কের ঝুঁকি কম থাকে।

২২. গর্ভাবস্থায় মর্ণিং সিকনেস অর্থাৎ সকাল বেলায় অবসাদ ও বমি বমি ভাব দেখা যায়। প্রতিদিন তিন বেলা কিছু আদা খেলে এ ভাব দূর হবে।

২৩. হার্ট ও ত্বকের জন্য আঙ্গুর খুবই উপকারী। আঙ্গুরে পলিফেনাল আছে। এটা হার্টের সবচেয়ে উপকারী। আঙ্গুর শরীরের জন্য ক্ষতিকারক প্রোটিন উৎপাদনে বাধা দেয়। আঙ্গুরের রস হার্টের জন্য আর এর শাঁস শরীর এবং ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। লাল আঙ্গুর আরও বেশী উপকারী। লাল আঙ্গুর হার্ট এ্যাটার্কের ঝুঁকি কমায় এবং ক্যান্সার ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধক।

২৪. ফুল কপির দু'টি বিশেষ গুণ :
(ক) এটি ক্যান্সারের সাথে ফাইট করতে ওস্তাদ।
(খ) মূত্রথলির সম্ভাব্য ক্যান্সার প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

২৫. ভিটামিন-সি : আঙ্গুরের চেয়ে বাঙ্গিতে ১.৫ গুণ, বেলে ২ গুণ, লেবুতে চার ৪ গুণ এবং আমড়াতে ২০৫ গুণ ভিটামিন-সি আছে। তবে আঙ্গুরে নেই বললেই চলে।

২৬. এক বিস্ময়কর দুগ্ধবৃক্ষ : উত্তর আমেরিকায় একটি গাছ দেখা যায়। এই গাছের গায়ে ছিদ্র করলে দুধ বের হয়, যা পান করতে অত্যন্ত সুস্বাদু। এই গাছের ছাল দিয়ে সুমিষ্ট রুটি তৈরী করা যায়। এই গাছ থেকে রুটি ও দুধ উভয়ই পাওয়া যায়। সুবহানাল্লাহ! *(মাসিক আত-তাহরীক-জানু/০২, ৩১ পৃ.)*। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের দেশেও এমন হাযারো গাছ তৈরী করে দিতে পারেন।

সংগঠন পরিক্রমা

বালিয়াডাঙ্গা, পবা, রাজশাহী ৩১শে মে বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৬-টায় বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি মারকায এলাকার সহ-পরিচালক আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আসিয়া খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে করে মাহফূযুর রহমান।

ভূগরইল, শাহমখদুম, রাজশাহী ১লা জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মধ্য-ভূগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আবু হানীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও রাজশাহী মহানগরের সহ-পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হামীদা খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে আনীকা খাতুন।

করাতকান্দী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ২রা জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় করাতকান্দী আল-ফুরকান তাহফীযুল কুরআনুল কারীম সেন্টারে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক যেলার পরিচালক মুস্তাক্বীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি যেলা সহ-পরিচালক জালালুদ্দীন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক এরশাদ হোসাইন ও অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হাফেয হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাগর আলী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আলমঙ্গীর হোসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক রায়হানুল ইসলাম।

বশিরাবাদ, পবা, রাজশাহী ২রা জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বশিরাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সোনামণি মারকায এলাকার সহ-পরিচালক আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে জাগরণী পরিবেশন করে রেযাউল করীম।

উত্তর নওদাপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ৫ই জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর উত্তর নওদাপাড়া কালুরমোড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফাতেমা খাতুন এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে হাফিযা খাতুন ও আনীকা খাতুন ।

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ৯ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় বড়কুড়া দক্ষিণ পাড়া ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক জামালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি জুবায়ের হাসান ও ইসলামী

জাগরণী পরিবেশন করে হোসনেয়ারা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র শাখার পরিচালক লিয়াকত হোসাইন।

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৯ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ শামীম আহসান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র যেলা 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ সেলিম ফরাযী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছিফাত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ওয়াসি আলম রাফি।

মাদারবাড়ীয়া, পাবনা ১৬ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯টায় মাদারবাড়ীয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে রিয়ায। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক শাহীনুর রহমান।

সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী ৬ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর সিংহমারা দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোহানুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনালী খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পার্শ্ববর্তী মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

ভাষা শিক্ষা

প্রাণী

যয়নুল আবেদীন
এম.এ. আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্যাঙ্গারু -كَنْغَرٌ - Kangaroo (ক্যাংগারূ)
খচ্চর - بَغْلٌ - Mule (মিউল)
খরগোশ - أَرْنَبٌ - Rabbit (র‍্যাবিট)
খেঁকশিয়াল - ثَعْلَبٌ - Fox (ফক্স)
গণ্ডার -كَرْكَدَنٌ - Rhinoceros (রাইনসারাস)
গরিলা -غُوْرِلاَّ - Gorilla (গরিলা)
গরু -بَقَرٌ - Cow (কাউ)
গাধা - حِمَارٌ - Ass (অ্যাস্)
গিরগিটি - حِرْبَاءٌ - Chameleon (ক্যামিলিয়ন)
গুইসাপ - ضَبٌّ - Iguana (ইগোআনা)
ঘুঘু - يَمَامٌ - Dove (ডাভ)
ঘোড়া -فَرَسٌ - Horse (হ্যর্স্)
চড়ুই -عُصْفُوْرٌ - Sparrow (স্প্যারৌ)
চিংড়ি - جَمْبَرِيٌّ - Shrimp (শ্রিমপ)
চিতাবাঘ - فَهْدٌ - Leopard (লেপার্ড্)
চিল - حِدْأَةٌ - Kite (কাইট)
ছাগল - غَنَمٌ - Goat (গৌট)
ছারপোকা - بَقَّةٌ - Bug (বাগ)
ছুঁচো - خُلْدٌ - Mole (মৌল)
জিরাফ - زَرَافَةٌ - Giraffe (জিরাফ)

ক্যুইজ

১. কি করলে অল্পে তুষ্ট থাকতে পারবে না?
উঃ.....
২. কে কথা বেশী বলে, আমল কম করে?
উঃ.....
৩. পিতা-মাতা যদি শিরক করতে বলে, তাহ'লে কি করবে?
উঃ.....
.....
.....
৪. শিশুর পোশাকের কয়টি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে?
উঃ.....
৫. লায়লাতুল ক্বদরে কোন দো'আ পড়তে হয়?
উঃ.....
.....
.....
.....
৬. বিচারের মাঠে মানুষের মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে, তাহ'লে কিভাবে কথা বলবে?
উঃ.....
৭. মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিসের তৈরী?
উঃ.....
৮. অহংকার কার চাদর?
উঃ.....
৯. সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম আরব সাহিত্যিক কে?
উঃ.....
১০. শরীরে তাবীয-কবচ, বালা বা তাগা বাঁধা কোন ধরণের পাপ?
উঃ.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০ আগস্ট ২০১৭।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়ে উত্তম **২.** যাহাবায যামাউ ওয়া বতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ **৩.** যে লাভ করেছে সন্তান পরিত্যাগ কারিনী মা ও কর্মব্যস্ত বাবাকে **৪.** ৯৬৮ জন **৫.** যে অধিক কুরআন জনে **৬.** মহাস্থানগড়কে **৭.** দশ বছর বয়সে **৮.** ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) **৯.** ৬টি **১০.** ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৭।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : শাহ্নাজ পারভীন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী হেয়াতপুর আলিম মাদরাসা, দাউদপুর নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

২য় স্থান : আবুল কালাম আযাদ, ৬ষ্ঠ শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : উছমান গণী, ৫ম শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
দ্বি-মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
মোবাইল : .....

সোনামণিদের রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত কিছু তথ্য

১. জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক রোগের জন্য চিকিৎসা রয়েছে। যখন উপযুক্ত চিকিৎসা রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহ্র হুকুমে রোগী রোগ মুক্ত হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১৫)*।

২. নিয়মিত ছালাত আদায় করুন। রোগ মুক্তির জন্য ধৈর্য্য সহকারে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন এবং সাধ্যমত প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*।

৩. আপনার সোনামণিকে যাবতীয় তাবীয-কবচ, বালা বা তাগা বাঁধা হ'তে বিরত রাখুন। কেননা এগুলি শিরক *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮)*।

৪. ঘুমানোর সময় আপনি আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২/২৫৫) পাঠ করুন ও আপনার সোনামণিকে পাঠে অভ্যস্ত করুন *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২২-২৩)*।

৫. সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে আপনার সোনামণিকে ফুঁক দিন *(বুখারী হা/৫০১৭)*।

৬. জন্মের পর পরই সোনামণিকে মায়ের বুকের প্রথম শাল দুধ খাওয়ান।

৭. ছয় মাস বয়স পর্যন্ত বুকের দুধই যথেষ্ট। এ সময় অপ্রয়োজনীয় বাইরের খাবার থেকে বিরত থাকুন।

৮. ছয় মাস পূর্ণ হ'লে মায়ের দুধের পাশাপাশি সোনামণিকে পরিবারের অন্যান্য খাবার খাওয়ান।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭

নীতিমালা

নিম্নের ৭টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং মৌখিকভাবে এবং ৫ নং MCQ পদ্ধতিতে ও ৭ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৯ ও ৩০তম পারা (সূরা মুলক হ'তে নাস পর্যন্ত)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা নিসা ৫৯, বনু ইস্রাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪ ও তাহরীম ৬ নং আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (৭১-১৪১ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী), রহস্য (১-১৫ নং প্রশ্ন), জাদু নয় বিজ্ঞান (৪০ থেকে ৪১ পৃঃ), অমিল/ভিন্ন শব্দ এবং কবিতা (সোনামণির ইচ্ছা)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (৮১-১৪৪ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ২৭-৫৩, শিশু অধিকার ০১-১৬ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (গণিত ০১-৩৯ নং প্রশ্ন), সংগঠন বিষয়ক এবং شعر হ'ল কবিতা।

৬. সোনামণি জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৭. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : সূরা ফাতিহা আরবী ও বাংলা।

৮. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) **: রচনার বিষয় :** সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা (সোনামণিদের ১০টি গুণাবলীর মধ্যে ৬ নং গুণ)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ২০১৬ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (চতুর্থ মুদ্রণ), **জ্ঞানকোষ-২** ও **ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)** (চতুর্থ সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৫ বছর হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ২০ (বিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হ'তে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হ'তে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখায়	**: ১১ই আগস্ট**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
২. উপযেলায়	**: ১৮ই আগস্ট**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৩. যেলায়	**: ২৫শে আগস্ট**	**(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে	**: ১৪ই সেপ্টেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০ টা)।**

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

❁ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।